সূচীপত্র

INHALT

ভূ মি কা

এই সংকলন দুটি সাহিত্যকে পাশাপাশি রাখবার এক প্রয়াস মাত্র ; এমন দুটি সাহিত্য, যার সম্বন্ধে পরস্পরের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কাফ্‌কা, রিল্‌কে বা ব্রেষ্‌ট-এর পর জর্মন সাহিত্যের গতি বা প্রকৃতি বিষয়ে বাঙালী পাঠকের যথেষ্ট জ্ঞান নেই বললেই চলে। তার কারণ অবশ্যই পাঠকের উৎসাহের অভাব নয়, কারণ উপযুক্ত অনুবাদের অভাব। সেই অভাব পূরণের দীন প্রচেষ্টা এই সংকলন। একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে এই প্রথম সংকলন সম্পূর্ণতার দাবী রাখে না : সেখানে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। আশা আছে পরবর্তী সংকলন-গুলি ক্রমশ পূর্ণতার পথে অগ্রসর হবে।

গত তিন বছরের চেষ্টায় এই সংকলনের প্রকাশ। এই ব্যাপারে শ্রীসুব্রতনারায়ণ চৌধুরীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে।

আরো অনেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে হান্স ফার্দিনান্দ লিনস্যার এবং য়ুর্গেন উহ্বে ওলাউ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক লোথার ল্‌ৎসে প্রথম এ-জাতীয় এক পত্রিকার চিন্তা আমাদের মধ্যে বপন করেন।

VORWORT

Das vorliegende Heft will nichts weiter sein als ein Umschlagplatz für zwei Literaturen, die einander in großem Umfang kaum und in Einzelheiten unzureichend kennen. Das trifft besonders zu für die Kenntnis bengalischer Literatur in Deutschland. Wir können nicht hoffen, daß die Auswahl mit veralteten Vorstellungen aufräumt, die immer noch, zwei Weltkriege nach der Auszeichnung eines bengalischen Dichters mit dem Nobelpreis, in Deutschland herumgeistern. Wir sind uns auch bewußt, daß der erste Eindruck beim Lesen dieser Zusammenstellung der von Willkür oder Zufälligkeit sein wird, aber meinen, das schadet dem Anliegen nicht, wenn nur das bisher so einseitige Bild revidiert wird. Um Profile aufzuzeigen, dazu bedarf es einer großen Stoffmenge, und an den folgenden Nummern wird sich zeigen, ob das glückte.

Das Heft wäre nicht zustandegekommen ohne die Unterstützung, finanziell und durch Rat und Ermutigung zahlreicher Personen, von denen wir besonders Herrn H. F. Linser, dem früheren General Konsul der FRD und Herrn J. U. Ohlau, dem früheren Direktor des Goethe-Instituts in Kalkutta, unseren Dank aussprechen möchten.

জীবনানন্দ দাশ

ঘোড়া

আমরা যাইনি ম'রে আজো — তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ;
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন — এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে ।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায় :
বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে :
চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো — ঘুমে — ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও পাশের পাইস্-রেস্তরাঁতে :
প্যারাফিন লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে :
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে ।

J I B A N A N A N D A   D A S

PFERDE

Auch heute sind wir nicht gestorben—
Szenen werden trotzallem immer wieder geboren
Mohins Pferde
grasen auf Fluren des November-Monds ;
als wären sie aus der Steinzeit—
noch weiden sie
gierig nach Gras
auf ungestümer Dynamo-Erde.
In der Luft einer emsigen Nacht
schleicht her der Stallgeruch.
Das Geräusch traurigen Strohs
greift nach Maschinen aus Stahl.
Teetassen nicken ein wie Katzenjunge—
im verschwommenen Besitz räudiger Hunde
klirren eiskalt im nächsten Groschen Lokal.
Ausbläst die Ruhe der Zeit
Paraffin-Licht im runden Stall
—berührt vom Monde neolithischer Stille.

Übersetzung : Shyamal Dasgupta

রাত্রি

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফে'সে ।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে ।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ; সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহ ভাবে প'ড়ে গেছে জলে ।
তিনটি রিকৃশ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে ।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে — হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে — দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেণ্টিক স্ট্রীটে গিয়ে — টেরিটিবাজারে ;
চীনে বাদামের মত বিশুষ্ক বাতাসে ।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে ।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান ।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে ।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা ।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে ;
রাজ্য জয় করে গেছে অমর আত্তিলা ।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমনী ;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে, সোনা, তেল, কাগজের খনি ।

DIE NACHT

Aus geöffnetem Hydranten schlürft der Lepröse ;
Vielleicht spendet der Hydrant kein Wasser.
Mitternacht fällt über die Stadt in drängenden Massen.
Ein Auto hustet wie ein Trottel vorbei

triefend von Treibstoff ; trotz vorsichtiger Schritte
fällt einer lebensgefärdend ins Wasser.
Drei eilige Rickshaws schmelzen hinter dem letzten
Gaslicht dahin
wie unter dem Zauberschleier der Fee.

Fear Lane hinter mir lassend — unüberlegt —
gehe auch ich Meilen zu Fuß — finde mich wieder
unter der Mauer von Bentink Street — am Territi Bazar.
Trockene Luft wie geröstete Erdnüsse.

Trunkene Wärme des Lichts küßt die Wange.
Gerüche von Holz, Schellack, Jute und Leder
vermischt mit dem Brummen des Generators
spannen die Luft wie eine Bogensehne.

In Spannung hält tote und lebende Welt.
In Spannung hält den Bogen des Lebens.
Lange vergangen sind die Slokas der Moitréi,
Lange vergangen die Siege der unsterblichen Attila.

Unbekümmert singt eine Judin am hohen Fenster
zwischen Schlafen und Wachen ihr eigenes Lied;
die Vergangenen lächeln vom Himmel, fragend, was ist Gesang—
und was sind die Horte von Gold, Öl und Papier.

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিস্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মত বিশ্বাসে।

নগরীর মহত রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

Junge Mestizen eilen tadellos vorbei.
Ein greiser Neger lehnt lachend am Pfeiler ;
mit der Geschmeidigkeit eines alten Gorilla
reinigt er seine Breuer Pfeife.

Die große Nacht dieser Stadt erscheint ihm
wie der lybische Urwald.
Die ihn umgebenden Tiere — Produkte der Evolution,
überbezahlt, tragen Kleider, ihre Scham zu bedecken.

Übersetzung : Dr. J. U. Ohlau : Nihar Bhattacharyya

শঙ্খ ঘোষ

না

এর কোনো মানে নেই। একদিনের পর দু'দিন, দুদিনের পর তিনদিন
কিন্তু তারপর কী ?
একজনের পর দু'জন, সুজনের পর দুর্জন
কিন্তু তারপর কী ?
এই মুখ ওই মুখ সমান।

তুমি বলেছিলে ঘর হবে, ঘর হলো
তারপর কী ?
তুমি বলেছিলে স্নেহ হবে, স্নেহ হলো
তারপর ?
কতদূর নিতে পারে স্নেহ ? অন্ধকারও আমাকে সন্দেহ
করেনি কখনো
বুকে বসে আছে তার এতবড়ো প্রতিস্পর্ধী কোনো !

না-এর পর না, না-এর পর না, না-এর পর না
তারপর কী ?
পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা
তারপর ?

SHANKHA GHOSH

NEIN

Dies ist sinnlos. Nach einem Tag zwei Tage,
nach zwei Tagen drei Tage
Aber was danach ?
Nach einem zwei, nach dem Guten der Böse
Aber was danach ?
Dieses Gesicht jenes Gesicht alle Gesichter gleich.

Du wolltest ein Zuhaus. da wurde ein Zuhaus
Was danach ?
Du wolltest liebhaben, hast liebgehabt
Danach ?
Wie weit kann dies führen ? Auch die Finsternis
hat nie an mir gezweifelt
Sitzt im Herzen noch ein Hochmut als ihre Konkurenz !

Nein nach Nein, Nein nach Nein, Nein nach Nein
Was danach ?
Vom Fuß bis Kopf, vom Kopf bis Fuß
Danach ?

Übersetzung : Nihar Bhattacharyya

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভস্মশেষ

বারান্দার এদিকটা সরু। নিচে নামবার সিঁড়িও খানিকটা ভেঙে পড়েছে। তবু সন্ধ্যের আগে এদিকেই চেয়ারগুলো ও টেবিল পাতা হয় — এদিক থেকে দূরের পাহাড় আর নদীর খানিকটা দেখা যায় বলে।
কৈফিয়ৎটা নিরর্থক। পাহাড় ও নদী অবশ্য কেউ দেখে না আজকাল।

একদিন হয়তো সত্যিই সেই দেখাটা ছিল বড় কথা, এখন আর তার কোন অর্থ নেই। যা ছিল আনন্দ তা আজ অর্থহীন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

বারান্দার এই চেয়ার-পাতাটুকু থেকে এবাড়ীর অনেক-কিছুর, আরও গভীর কিছুর পরিচয় হয়তো পাওয়া যেতে পারে! এই কাহিনী সেইজন্যেই লেখা।

সবার আগে জগদীশবাবু এসে বসেন। নিচু ইজি চেয়ারটি তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট! চেয়ারের দু'ধারের হাতলে সুপুষ্ট হাত দু'টি ও সামনের টুলে পা দু'টি রেখে নিশ্চিন্ত আরামে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকা তাঁর পরম বিলাস। স্বেচ্ছায় পারতপক্ষে কথা তিনি বড় বলেন না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সুরমা একটু পরে আসেন। শাড়িতে প্রসাধনে আলুথালু ভাব। আলুথালু ভাব বুঝি প্রকৃতিতেও। এসেই তিনি জিজ্ঞেস করেন—"এর মধ্যেই ঘুমোলে নাকি?"

ইজিচেয়ারে জগদীশবাবু একটু ন'ড়ে চড়ে' জানান, তিনি ঘুমোন নি।

সে প্রশ্নের জবাবের জন্যে সুরমার অবশ্য কোন আগ্রহ নেই। অভ্যাস মতোই প্রশ্নটা করেন. তারপর বেতের মোড়াটিতে বসতে গিয়ে উঠে পড়ে' হয়তো বলেন —"ওই যা, দোক্তার কৌটোটা ভুলে এলাম।"

P R E M E N D R A   M I T R A

ASCHE

Die Terrasse ist nicht so breit auf dieser Seite, und die Stufen zerfallen schon. Trotzdem wird gerade hier am Abend der Tisch aufgebaut, weil man von hier den besten Ausblick hat auf die Hügel in der Ferne und ein Stück Fluß.

Dieser Grund trifft aber nicht mehr zu. Keiner hat mehr ein Auge für Fluß oder Hügel. Die Aussicht war vielleicht einmal wichtig, aber jetzt zählt sie nicht mehr. Was einmal Freude gemacht hatte, ist zu einem leeren Ritual geworden.

Die Art, wie Tisch und Stühle aufgestellt werden, sagt eine ganze Menge über diesen Haushalt aus. Hier liegt eigentlich der Schlüssel zu dieser Geschichte.

Jagadish kommt zuerst. Der niedrige Lehnstuhl ist für ihn bestimmt. Am liebsten legt er seine Füße auf einen Hocker, läßt die ausgestreckten Arme auf den Lehnen ruhen und entspannt sich mit geschlossenen Augen. Er spricht gewöhnlich nicht und erweckt den Anschein, als sei er eingeschlafen.

Etwas später kommt Surama, leicht schlampig im Aussehen, im Wesen vielleicht auch. Sie fragt direkt : 'Schläfst du schon ?'

Jagadish gibt durch eine Bewegung zu verstehen, daß er nicht schläft.

Surama ist auch gar nichts an einer Antwort gelegen. Sie fragt aus Gewohnheit. Bevor sie noch richtig im Rohrstuhl sitzt, erhebt sie sich schon wieder : 'Ach, ich habe meine Doktadose vergessen.'

জগদীশবাবু চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাতেই বলেন—"ডাকো না চাকরটাকে।"

সুরমা আবার ব'সে প'ড়ে বলেন—"তাকে যে আবার বাজারে পাঠালাম। যাও না গো তুমি একটু।"

ইজিচেয়ারে জগদীশবাবুর নড়া-চড়ার কোন লক্ষণ না দেখে মনে হয় তিনি বোধহয় শুনতে পান নি; অন্তত ওঠবার আগ্রহ তাঁর নেই।

কিন্তু সত্যি জগদীশবাবু খানিক বাদে বিশেষ পরিশ্রমে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠছেন দেখা যায়। জগদীশবাবুর আরামপ্রিয়তা ও আলস্য যত বেশীই হোক স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দের প্রতি যত্ন ও দৃষ্টি তার চেয়ে প্রখর।

জগদীশবাবুকে কিন্তু কষ্ট ক'রে আর যেতে হয় না। বারান্দার সিঁড়িতে ডাক্তারবাবুকে দেখতে পাওয়া যায়।

সুরমা বলেন—"থাক থাক, তোমায় আর যেতে হবে না। ডাক্তার, আমার দোক্তার কৌটাটা নিয়ে এসে একেবারে বোসো। বিছানার ওপরেই বোধহয় ফেলে এলাম। আর ঘরের আলোটা বোধহয় নিভিয়ে আসি নি। সেটা নিভিয়ে দিয়ে এসো।"

আদেশ নয়। অনুরোধেরই মিষ্টতা আছে কণ্ঠস্বরে, কিন্তু সে-মিষ্টতা খানিকটা যেন যান্ত্রিক।

মিষ্টতা সুরমার সব-কিছুতেই এখনো বুঝি অনেকটা আছে—চেহারায়, কণ্ঠস্বরে, প্রকৃতিতে। বয়সের সঙ্গে শরীরের সে তীক্ষ্ণ রেখাগুলি দুর্বল হ'য়ে এলেও তাদের আভাস আলুথালু বেশ ও প্রসাধনের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। সুরমার সৌন্দর্য এখনো একেবারে ইতিহাস হ'য়ে ওঠে নি। অবশ্য ইতিহাস তার আর এক দিক দিয়ে আছে — কিন্তু সেকথা এখন নয়।

ডাক্তারবাবু ঘরের আলো নিভিয়ে, দোক্তার কৌটো নিয়ে এসে টেবিলের ওধারে সুরমার সামনা-সামনি বসেন — নদী ও পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে। নদী ও পাহাড়ের দিকে কোনদিনই তাঁর চাইবার আগ্রহ ছিল না। বরাবর তিনি এই আসনটিতে এইভাবেই ব'সে আসছেন।

সন্ধ্যার অস্পষ্টতাতেও ডাক্তারবাবুকে কেমন অপরিচ্ছন্ন মনে হয়, শুধু পোষাকে ও চেহারায় নয়, তাঁর মনেও যেন একটা ক্লান্ত ঔদাসীন্য আছে সব ব্যাপারে।

Auch jetzt hat Jagadish die Augen geschlossen und sagt: 'Ruf doch den Diener !'

Surama setzt sich und sagt : 'Ich habe ihn auf den Markt geschickt. Bitte, hol du sie !'

Jagadish rührt sich nicht in seinem Lehnstuhl, als hätte er sie nicht gehört. Er hat keine Lust aufzustehen.

Aber dann trifft er schließlich doch Anstalten, den Lehnstuhl zu verlassen. Trotz seiner Trägheit und Faulheit ist er peinlich genau auf ihre Bequemlichkeit bedacht.

Die Mühe bleibt ihm aber doch erspart. Der Arzt erscheint auf den Stufen zur Terrasse.

Surama sagt : 'Schon gut, jetzt brauchst du nicht mehr zu gehen. Doktor, bevor du dich setzst, bring mir doch die Dokta-Dose, die müßte noch auf dem Bett sein. Das Licht habe ich auch angelassen, glaube ich ; mach es aus, ja ?'

Ein Befehl ist das nicht, denn ihre Stimme ist schmeichelnd liebenswürdig, aber die Liebenswürdigkeit ist vielleicht ein wenig mechanisch.

Surama scheint nicht viel von ihrer Liebenswürdigkeit verloren zu haben, nicht im Aussehen oder in ihrer Stimme, und in ihrem Benehmen auch nicht. Die klar definierten Konturen ihres Körpers haben dem Alter Tribut gezahlt, aber man ahnt sie noch trotz der nachlässigen Aufmachung. Ihre Schönhelt ist noch nicht Teil einer Legende. Zugegeben, etwas an ihr ist legendär, aber darauf kommen wir später.

Der Arzt macht das Licht aus, nimmt die Dokta-Dose, kommt zurück und setzt sich Surama gegenüber an die andere Seite des Tischchens, mit dem Rücken zu Hügeln und Fluß. Die Landschaft hat ihn nie interessiert, und in diesem Stuhl hat er schon immer gesessen.

Sogar im dämmernden Abendlicht sieht der Arzt liederlich aus, und dieser Eindruck geht nicht nur von Gesicht und Kleidung aus : Er wirkt abgespannt und

পোষাকের ত্রুটিটাই অবশ্য সকলের আগে চোখে পড়ে ; — ঢিলে রঙচটা পেণ্টুলেনের ওপর গলাবন্ধ একটা কোট পরা। গলাটা কিন্তু বন্ধ হয়নি বোতামের অভাবে। এই কোট পরেই সম্ভবতঃ তিনি সারাদিন রুগী দেখে ফেরেন। একধারের পকেট স্টেথিস্কোপের ভারেই বোধহয় একটু ছিঁড়ে গেছে। গোটাকতক আলগা কাগজপত্র সেখান দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে। মাথার চুলের কিছু পরিপাট্যের চেষ্টা বোধহয় সম্প্রতি হয়েছিল, কিন্তু সে নেহাত অবহেলায়।

ডাক্তারবাবুর মুখের ক্লান্ত ঔদাসীন্যের রেখাগুলি শুধু তাঁর চোখের উজ্জ্বলতার দরুনই বুঝি খুব বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। ঘুমন্ত নিস্প্রাণ মানুষটির মধ্যে এই চোখ দু'টিই যেন এখনও জেগে আছে পাহারায়। কে জানে কি তাদের আছে পাহারা দেবার।

অনেকক্ষণ কোনও কথাই শোনা যায় না। সুরমার পানের বাটা সঙ্গে আছে এবং থাকে। তিনি সযত্নে পান-সাজায় ব্যস্ত। জগদীশবাবু ইজিচেয়ারে নিশ্চলভাবে প'ড়ে আছেন। ডাক্তারবাবু নিজের হাতের নখগুলো বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রে সুরমার পান-সাজা শেষ হবার জন্যই বোধহয় অপেক্ষা করেন।

সুরমার পান-সাজা শেষ হয়। সেটি মুখে দিয়েও তিনি কিন্তু খানিকক্ষণ নীরবে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকেন। তারপরে হঠাৎ একসময়ে জিজ্ঞেস করেন —"তোমার সে ফুলের চারা এলো ডাক্তার ?"

জগদীশবাবু চোখ বুজে বলেন —"সে-চারা আর এসেছে ! তারচেয়ে আকাশ-কুসুম চাইলে সহজে পেতে !"

সুরমা হেসে ওঠেন। বলেন —"তুমি ডাক্তারটাকে অমন অকেজো মনে করো কেন বল দিকি ! সেবারে আমাদের জলের পাম্পটা ডাক্তার না ব্যবস্থা করলে হতো ?"

ইজিচেয়ারের ওপর থেকে ঘুমন্ত স্বরে শোনা যায় —"তা হতো না বটে। অন্য কেউ ব্যবস্থা করলে হয়তো পাম্পে সত্যিই জল উঠতো।"

তিনজনেই এ রসিকতায় হাসেন। এ বাড়ির এটি একটি পুরাতন পরিহাস।

সুরমা বলেন —"সত্যি তুমি কি ক'রে ডাক্তারি করো তাই ভাবি ! লোকে বিশ্বাস করে তোমার ওষুধ খায় ?"

völlig desinteressiert. Am meisten allerdings sticht das abgerissene Äußere ins Auge : über einer verfärbten, formlosen Hose eine Jacke, an der ein paar Knöpfe fehlen. Es ist anzunehmen, daß er seine Krankenbesuche den ganzen Tag in dieser Jacke macht. Ein paar lose Papiere sind in einer Tasche zu sehen, die das Gewicht des Stethoskops ausgebeult hat. Und wenn er sein Haar gerade erst frisch gekämmt hat, dann muß er das ohne jede Sorgfalt getan haben.

Wären seine leuchtenden Augen nicht gewesen, die Züge müder Gleichgültigkeit in seinem Gesicht waren noch deutlicher zum Vorschein gekommen. Nur die zwei Augen scheinen noch Wache zu halten in dem trägen, unlebendigen Mann. Gott weiß, wofür sie wachen.

Lange Zeit wird nichts gesprochen. Surama hat die Dokta-Dose vor sich und ist damit beschäftigt. Jagadish sitzt ruhig in seinem Lehnstuhl. Der Arzt begutachtet seine Fingernägel und wartet wohl darauf, daß Surama ihre Panzubereitung beendet.

Surama ist fertig und steckt die Blattrolle in den Mund. Dann sitzt sie noch eine Weile ruhig da, ausdruckslos vor sich hinstarrend. Unvermittelt fragt sie : 'Doktor, hast du die Ableger bekommen ?'

Ohne die Augen dabei zu öffnen, sagt Jagadish : 'Ach, die Ableger ! Eher werden deine Albträume Wirklichkeit !'

Surama lacht und sagt : 'Warum mußt du ihn als so unbrauchbar hinstellen ? Ohne ihn hätten wir noch immer keine Wasserpumpe !'

Eine schläfrige Entgegnung kommt aus dem Lehnstuhl : 'Zugegeben ! Aber wenn ein anderer sie installiert hätte, hätten wir auch Wasser.'

Alle drei lachen über diesen Witz, den sie nicht zum ersten Mal gehört haben.

Surama sagt : 'Also ehrlich ! Ich möchte wissen, wie du praktizierst. Haben die Leute denn überhaupt Vertrauen zu dir ?'

"খাবে না কেন, একবার খেলে আর অবিশ্বাসের সময় পায় না ত' ।"

সুরমা হাসতে হাসতে পানের বাটা খুলে জিভে একটু চুন লাগিয়ে বলেন — "তোমার বাপু ডাক্তারের ওপর একটু গায়ের জ্বালা আছে। তুমি ওর কিছু ভালো দেখতে পাওনা ?"

"সেটা ওঁর চোখের দোষ, অনেক ভালো জিনিসই উনি দেখতে পান না" —ডাক্তারের মুখে এতক্ষণে কথা শোনা যায়।

সুরমা হেসে বলেন—"তা সত্যি ! চোখ বুজে থাকলে আর দেখবে কি ক'রে।"

"চোখ বুজে থাকি কি সাধে ! চোখ খুলে থাকলে কবে একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যেত !"

সুরমা ও জগদীশবাবুর উচ্চ হাসির মাঝে ডাক্তারবাবুর নিস্তব্ধতাটা যেন একটু বিসদৃশ ঠেকে। সুরমার মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তারের চোখে একটু বেদনার ছায়া এখনও দেখা যায় কি ?

সুরমা হাসি থামিয়ে বলেন—"ওই যাঃ, ভুলেই যাচ্ছিলাম, তোমায় এখন কিন্তু একবার উঠতে হবে ডাক্তার !"

"এখনি ? কেন ?"

"এখনি না উঠলে হবে না। দাদা কি-সব পার্শেল করেছেন। ষ্টেশনে কাল থেকে এসে পড়ে আছে — উনি একবার তবু সারাদিনে সময় ক'রে যেতে পারলেন না। তোমায় এখন গিয়ে ছাড়িয়ে আনতেই হয় !"

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্ততঃ করে বলেন — "কাল সকালে গেলে হয় না !"

"হয় না আবার ! একমাস পরে গেলেও হয় ! জিনিষগুলো খোয়া যাবার পর গেলে আরো ভালো হয় !" — সুরমার কণ্ঠে মিষ্টতার চেয়ে এবার ঝাঁঝটাই বেশ স্পষ্ট।

"এক রাত্তিরেই খোয়া যাবে কেন ?"—ডাক্তারবাবু একটু সঙ্কুচিতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

'Und ob! Wenn die erst mal seine Mittel geschluckt haben, haben sie keine Gelegenheit mehr, ihm beim zweiten Mal zu mißtrauen.'

Lächelnd öffnet Surama ihre Dose, tut ein bißchen Kalk in den Mund und sagt: 'Du bist doch nur neidisch auf den Doktor! Du bringst es nicht fertig, auch mal was Gutes über ihn zu sagen!'

'Es sind die Augen', hört man den Arzt schließlich, 'hier gibt es so viel, was gut ist, aber er — sieht es einfach nicht!'

Surama lacht and sagt: 'Das stimmt. Wie sollte er auch, er hat ja die Augen immer zu!'

'Ihr glaubt wohl, ich bin so aus purem Vergnügen? Sonst gäbe es schon längst den größten Streit.'

Während Surama und Jagadish laut lachen, ist der Arzt befremdlich ruhig. Kann er immer noch nicht einen Anflug von Schmerz verbergen, während er Surama beobachtet?

Surama hält auf einmal inne und sagt: 'O, beinahe hätte ich was vergessen. Doktor, jetzt gibt es Arbeit für dich!'

'Jetzt? Wieso?'

'Ja, jetzt. Mein Bruder hat mir ein Paket geschickt, das liegt noch auf dem Bahnhof—mein Mann hat noch keine Zeit gefunden, es abzuholen. Jetzt mußt du es holen.'

Der Arzt zögert und fragt: 'Geht das nicht auch morgen früh?'

'Natürlich geht das! Warum nicht gleich in einem Monat? Wenn es dann weg ist.' Jetzt ist sie eher aggressiv als liebenswürdig.

'Aber das wird doch nicht gleich über Nacht verschwinden', versucht der Arzt zu beschwichtigen.

সুরমা বেশ একটু উচ্চস্বরেই বলেন—"তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারি না বাপু! সোজাসুজি বলোই না তার চেয়ে যে, পারবে না! তোমায় বলা-ই ঝকমারি হয়েছে আমার।"

ডাক্তারবাবু এবার অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠে পড়েন—"আমি কি যাবো না বলেছি! ভাবছিলুম একটা রাত্তির বৈ ত না।"

"রাতটা কাটিয়ে গেলেই বা তোমার কি এমন সুবিধে! এমন-কিছু কাজ ত আর হাতে নেই, চুপ করে বসেই ত থাকতে।"

সেকথা মিথ্যে নয়। ডাক্তার শুধু চুপ ক'রে বসে থাকতেই এখানে আসেন। চুপ করে বসে আছেন আজ বহু বৎসর ধরে।

ডাক্তার টুপিটা তুলে নিয়ে একবার তবু বলেন,—"আসুন না জগদীশবাবু আপনিও গাড়িটা তো রয়েছে, একটু ঘুরে আসা হবে!"

জগদীশবাবুর আগে সুরমাই আপত্তি করেন — "বেশ কথা! আমি একলা বসে থাকি এখানে তাহলে!"

ডাক্তার একটু হেসে বলেন--"আরে! তুমিও এসো না।"

"তারচেয়ে বাড়ি-শুদ্ধ সবাই একটা পার্শেল আনতে গেলেই হয়! সত্যি তুমি দিন দিন কি যেন হ'চ্ছ!"

ডাক্তার আর কিছু না বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান।

"দিন দিন কি যেন হয়ে যাচ্ছ!" মোটরে চড়ে ষ্টেশনের দিকে যেতে যেতে ডাক্তার সেকথা ভাবেন কি? না বোধহয়। ভাবনা ও আবেগের উদ্বেল সাগর বহুদিন শান্ত নিথর হয়ে গেছে। সে সব দিন এখন আর বোধ হয় মনেও পড়ে না। স্মৃতির সে সমস্ত পাতাও বুঝি অনেক তলায় চাপা পড়ে আছে। জীবনের একটি বাঁধা ছকে তিনি খাপ খেয়ে গেছেন সম্পূর্ণভাবে। আগুন কবে ভস্মশেষ রেখে একেবারে নিভে গেছে তা তিনি জানতেই পারেন নি।

আগুন একদিন সত্যিই জ্বলে উঠেছিল বৈ কি! কিন্তু সে যেন আর একজনের কাহিনী, সে অমরেশকে তিনি শুধু দূর থেকে অস্পষ্টভাবে এখন চিনতে পারেন তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ তাঁর নেই।

'Ich habe keine Lust, noch weiter darüber zu diskutieren', entgegnet Surama ziemlich scharf, 'sag doch lieber gleich, wenn du nicht gehen willst! Ich hätte dich doch nicht fragen sollen.'

Der Arzt steht beschämt auf und sagt: 'Ich habe ja gar nichts dagegen, zu gehen, ich wollte es nur um ein paar Stunden aufschieben.'

'Was hättest du dadurch erreicht? Du hast sowieso nichts zu tun, du hättest ja doch bloß rumgesessen!'

Sie hat recht — er kommt nur hierher und sitzt dann untätig da. So ist das schon seit Jahren.

Der Arzt greift zum Hut und sagt zu Jagadish: 'Kommen Sie doch mit! Wir können das Auto nehmen.'

Bevor Jagadish antworten kann, protestiert Surama: 'Eine glänzende Idee! Und ich soll allein hierbleiben!'

Der Arzt lächelt: 'Komm doch auch mit!'

'Warum nimmst du nicht gleich die ganze Nachbarschaft mit, um ein Paket zu holen. Mit dir geht es wirklich abwärts.'

Der Arzt sagt jetzt nichts mehr und geht die Treppe hinunter.

'Mit dir geht es wirklich abwärts.' Macht der Arzt sich Gedanken darüber, wieso es mit ihm abwärts geht, während er zum Bahnhof fährt? Vielleicht nicht. Die rasenden Wogen seiner Gedanken und Gefühle haben sich lange schon geglättet und sind ruhig und friedlich geworden. Die Kapitel der Vergangenheit sind wohl zu tief für ihn begraben, als daß er sich noch an diese Tage erinnern könnte. Er wird jetzt beherrscht von der gleichförmigen Routine des Lebens. Als die Flammen verlöschten und nur die glühende Asche blieb, da war ihm das nicht einmal bewußt.

Ja, da waren einmal Flammen. Aber das scheint jetzt die Geschichte eines anderen Amaresh zu sein, eines Mannes, den er aus dem zeitlichen Abstand kaum noch erkennt. Mit dem verbindet ihn nichts mehr.

একদিন একটি ছেলে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে পরম দুঃসাহস ভরে দাঁড়াতে দ্বিধা করে নি।

মেয়েটি ভীতস্বরে বুঝি একবার বলেছিল, সুযোগ পেয়ে—"তুমি এখানে চলে এলে !"

"আরো অনেক দূর যেতে পারতাম !"

"কিন্তু—?"

"কিন্তু এ'রা কি ভাববেন মনে করছ ? তারচেয়ে তুমি কি ভাবছো সেইটেই আমার কছে বড় কথা ।"

"আমি ত'…" মেয়েটি নীরবে মাথা নিচু করেছিল।

অমরেশ তার মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বলেছিল—"তোমার ভাববার সাহস পর্যন্ত নেই সুরমা !"

সুরমা মুখ তুলে মৃদুস্বরে বলেছিল—"না ।"

"সেই সাহস সৃষ্টি করতেই আমি এসেছি সুরমা। সেই সাহসের জন্যে আমি অপেক্ষা করব !"

সুরমা চুপ করে ছিল। অমরেশ আবার বলেছিল—"ভাবছো কতদিন — এমন কতদিন অপেক্ষা করতে পারব ? দরকার হলে চিরকাল। কিন্তু তা বোধহয় হবে না ।"

জগদীশবাবু বুঝি সেই সময়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। তাঁর চেহারায় এখনকার সঙ্গে তখনো বুঝি বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। বেঁটে গোলগাল মানুষটি। শান্ত নিরীহ চেহারা। একেবারে নিচের ধাপ থেকে সংগ্রাম করে তিনি যে সাংসরিক সিদ্ধি বলতে লোকে যা বোঝে তাই লাভ করেছেন তাঁর চেহারায় তার কোন আভাস নেই। দেখলে মনে হয়, ভাগ্য তাঁকে চিরদিন বুঝি অযাচিত অনুগ্রহ করেই এসেছে। সুরমা সম্পর্কে সেকথা হয়তো মিথ্যাও নয়।

Es war einmal, da schlug ein junger Mann alle Vorsicht in den Wind und nahm sich vor, die Welt herauszufordern.

Sie war erschreckt, und es gelang ihr zu sagen : 'Du bist hierher gekommen !'

'Ich könnte noch weiter gehen !'

'Aber—?'

'Aber was diese Leute wohl denken würden ? Ich würde lieber wissen, was du jetzt denkst.'

'Ich bin doch ..' und dann hatte sie stumm den Kopf gesenkt. Amaresh hatte sie durchdringend angesehen und gesagt : 'Du hast nicht einmal den Mut zu denken, Surama !'

Surama hatte zu ihm hochgeschaut und sanft geantwortet : 'Nein.'

'Ich bin hierher gekommen, damit du Mut bekommst, Surama. Ich werde warten bis du ihn hast.'

Surama schwieg. Er hatte noch gesagt : Du denkst wohl, wie lange werde ich so warten können ? Ewig, wenn nötig. Aber ich glaube nicht, daß ich solange warten muß.'

Gerade da war Jagadish ins Zimmer getreten. Und selbst dann sah er nicht viel anders aus als jetzt. Ein untersetzter Mann, sein Gesicht trug Gelassenheit zur Schau, nichts von dem Kampf, der ihn von den untersten Sprossen der Leiter zu relativem Wohlstand gebracht hatte. Ein zufalliger Beobachter würde ihn für unverdient glücklich halten — eine vielleicht nicht ganz so falsche Beobachtung, wenn man an Surama denkt.

তিনি ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—"এখনও ট্রেনের জামা কাপড় ছাড়েন নি ? না না, এখন ছেড়ে দাও সুরমা। সারারাত ট্রেনের ধকল গেছে। স্নান করে খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন আগে।"

অমরেশ হেসে বলেছিল —"ছেড়ে না দেওয়ার অপরাধটা আমার—ওঁর নয় !"

জগদীশবাবু উচ্চস্বরে হেসেছিলেন। হাসলে তাঁকে এত কুৎসিত দেখায় অমরেশও ভাবতে পারে নি। সুরমার পেছনে তাঁর এই হাস্য-বিকৃত মুখটা সে উপভোগ করেছিল বেদনাময় আনন্দে—

তারপর উঠে পড়ে' বলেছিল—"আচ্ছা, এখন ওঠাই যাক !"

জগদীশবাবু সঙ্গে যেতে যেতে বলেছিলেন—"বড় অসময়ে এলেন অমরেশ বাবু ! এই দারুণ গ্রীষ্মে এখানে কিছু দেখতে পাবেন না। বাইরে বেরুনোই দায় !"

"সেটা দুর্ভাগ্য নাও হতে পারে !" জগদীশবাবুর বিস্মিত দৃষ্টির উত্তরে আবার বলেছিল—"তা ছাড়া গ্রীষ্ম ত' একদিন শেষ হবে।"

"তখন আপনাকে পাচ্ছি কোথায় ?"—জগদীশবাবুর স্বরে বুঝি একটু সন্দেহের রেশ ছিল।

"পাবেন বৈ কি ! হয়তো বড় বেশি পাবেন।"

অমরেশ ডাক্তার মিথ্যে বলেনি। সত্যিই একদিন এই ধূলিমলিন দরিদ্র শহরের একটি রাস্তার ধারে অমরেশ ডাক্তারের সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা গেল।

জগদীশবাবু বলেছিলেন—"বিলিতি ডিগ্রির খরচ উঠবে না যে ডাক্তার ! এ জঙ্গলের দেশে আমাদের মত কাঠুরের পোষায় বলে কি তোমার পোষাবে ?"

অমরেশ ডাক্তার হেসে বলেছিল—"কাঠের কারবার আর ডাক্তারি ছাড়া আর কি পোষাবার কিছুই নেই !"

অমরেশ ডাক্তারকে রোগীর ঘরে দেখতে পাওয়া যাক বা না যাক, জগদীশবাবুর সরু বারান্দাটিতে প্রতিদিন তারপর দেখা গেছে।

Er war also eingetreten und hatte gesagt: 'Sie haben sich noch nicht umgezogen? Du solltest ihn jetzt wirklich nicht mit Beschlag belegen, Surama. Er war die ganze Nacht unterwegs. Nehmen Sie lieber ein Bad, essen Sie was, und ruhen Sie sich aus!'
Amaresh hatte lächelnd gesagt: 'Das ist meine Schuld. Ich habe sie aufgehalten, nicht umgekehrt'
Jagadish hatte laut gelacht. Amaresh hätte sich nicht vorstellen können, daß sein lachendes Gesicht so abstoßend aussehen konnte.
Er empfand eine schmerzhafte und boshafte Freude, wie er es beobachtete.
Dann hatte er sich erhoben und gesagt: 'Also wollen wir?'
Während er ihn ins Bad wies, sagte Jagadish: 'Sie sind zur falschen Zeit gekommen, Amareshbabu. Bei dieser Hitze werden Sie kaum was sehen können. Es ist fast unmöglich, hinauszugehen.'
'Das muß nicht unbedingt ein Unglück sein!' und dann, auf die erstaunte Reaktion hin: 'Der Sommer geht ja mal zuende.'
'Ja, aber wo finden wir Sie dann?' hatte Jagadish etwas skeptisch geäußert.
'Sie finden mich bestimmt. Und das zu oft vielleicht.'
Amaresh hatte nicht übertrieben. Tatsächlich sah man eines Tages in einer Straße dieser armseligen Kleinstadt das Schild des Arztes hängen.
Jagadish hatte ihm gesagt: 'Du wirst nicht mal das Geld wieder herauskriegen, das dich das ausländische Studium gekostet hat. Dieser Dschungel ist richtig für einen Holzhändler wie mich, nicht für einen Arzt.'
Amaresh hatte gelächelt und erwidert: 'Gibt es hier in diesem Ort wirklich nichts das Wichtigeres als Ihre Holzhandlung oder meine Praxis?'
Danach konnte man Amaresh jeden Abend auf der schmalen Terrasse bei Jagadish antreffen, und fand man ihn bei seinen Patienten nicht, dann war er mit Sicherheit dort.

"চেয়ারটা ঘুরিয়ে ব'স ডাক্তার।" — জগদীশবাবু বলেছেন।

"কেন ? আপনার ওই নদী আর পাহাড় দেখবার জন্যে ? আপনার ট্রেডমার্ক পড়ে ওর সব দাম নষ্ট হয়ে গেছে !"

"মড়া কেটে কেটে মনটাও তোমার মরে গেছে ডাক্তার !"

জগদীশবাবু তারপরেই আবার জিজ্ঞাসা করেছেন অবাক হয়ে—"উঠলে কেন সুরমা ?"

"আসছি !" — সুরমা মুখ নিচু করে ভেতরে চলে গেছে।

অমরেশ ডাক্তার অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছে — "মেয়েরা কাটা-কাটির কথা সইতে পারে না না জগদীশবাবু ?"

জগদীশবাবু কোন উত্তর দেন নি। গম্ভীরমুখে কি যেন তিনি ভাবছেন মনে হয়েছে।

অমরেশ ডাক্তার আবার বলেছে—"ওইটুকু ওদের করুণা !"

জগদীশবাবু গম্ভীরভাবে বলেছেন —"সেটুকু পারারও সবাই যোগ্য নয় !"

ডাক্তারের আসা-যাওয়া গোড়ায় হয়তো এ-বাড়ির উৎসাহ পায় নি। কিন্তু ক্রমে তা সয়ে গিয়েছে—সহজ হয়ে এসেছে জগদীশবাবুর কাছেও বুঝি।

"ক'দিন আমায় জঙ্গলেই থাকতে হবে ডাক্তার। গুনৃতির সময় না থাকলে চলে না। দেখা শোনা কোরো। তোমায় অবশ্য বলতে হবে না।"

ডাক্তার হেসে বলেছে—"না, তা হবে না। আসতে বারণ করেও দেখতে পারেন !"

জগদীশবাবু হেসেছেন। সুরমাও হেসেছে, হাসলেই হয়তো তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। লাল হবার আর কোন কারণ নেই বোধহয়।

'Dreh doch den Stuhl herum, Doktor;' sagte Jagadish.

'Warum? Um den Fluß und die Hügel zu sehen? Von der Naturschönheit ist sowieso nicht mehr viel übrig geblieben. Dank Ihrer Tätigkeit.'

'Die Sezidererei hat dir die Fähigkeit genommen, das Schöne zu sehen, Amaresh.'

Gleich darauf fragte er erstaunt: 'Wo gehst du denn hin, Surama?'

'Ich bin gleich zurück', sagte sie leise und verschwand.

Amaresh lächelte seltsam und bemerkte: 'Frauen hören es nicht gern, wenn der Anatomiesaal ins Gespräch kommt, nicht wahr?'

Jagadish machte ein ernstes Gesicht und verzichtete auf Antwort.

Amaresh fügte noch hinzu: 'Nur darin zeigt sich ihr Zartgefühl.'

Jagadish bemerkte ernst: 'Aber nicht jeder verdient es.'

Zu Beginn wurde Amaresh vielleicht nicht ermutigt, in seinen Besuchen fortzufahren, aber mit der Zeit wurden sie hingenommen, sogar von Jagadish.

'Ich muß ein paar Tage im Wald verbringen, Amaresh. Bei der Lieferung geht es nicht anders. Kümmere dich bitte um sie. Es wäre natürlich nicht nötig gewesen, dich darum zu bitten.'

'Auf keinen Fall.' Amaresh sagte mit einem Lächeln, 'Sie können ja mal versuchen und mir verbieten, hierher zu kommen!'

Jagadish lächelte, Surama auch. Sie wird wahrscheinlich immer rot, wenn sie lächelt. Es gibt vielleicht sonst keinen Grund, rot zu werden.

কিন্তু সুরমাই একদিন তীব্র স্বরে বলেছে—"আমি কিন্তু আর সইতে পারছি না!"

"পারবে না-ই ত' আশা করি।"

"না না, তুমি এখান থেকে যাও। এমন করে নিজেকে ও আমাকে মেরে কি লাভ!"

"বাঁচবার পথ ত খোলা আছে এখনো!"

"সে-পথ যখন আগে নেওয়া হয়নি..."

"সে অপরাধ তো আমার নয় সুরমা। তুমি তোমার নিজের মন জানতে না, আমি জানতাম না সুযোগের মূল্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর রসিকতাকে তাই বলে মেনে নিতে হবে কেন!"

"তুমি কি বলছো জানো না! তা হয় না! তা হয় না!"— সুরমার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে আবেগে।

"অপরাধের কথা ভাবছো? অপরাধ করার চরম দামও যার জন্যে দেওয়া যায় এমন বড় জিনিষ কি নেই?"

"আমি বুঝতে পারিনা তোমার কথা! আমার ভয় হয়!"

"বুঝতে পারবে, সেই প্রতীক্ষাতেই তো আছি!"

প্রতীক্ষা একদিন বুঝি সার্থক হ'ল ব'লে মনে হয়েছে। জগদীশবাবুর কাঠের কারবারের জন্যে জমা নেওয়া বিস্তীর্ণ জঙ্গল যেদিন তারা দেখতে গেছ্‌ল। অরণ্যের রহস্যঘন আবেষ্টনে সারাদিন রাজসূয় 'চড়িভাতি'র উত্তেজনাতেই কেটেছে। বিকেলের দিকে সবাই ঘুরতে বেড়িয়ে পড়েছিল।

অমরেশ ও সুরমা পথহীন অরণ্যে সকলের থেকে কেমন ক'রে আলাদা হ'য়ে গেছে। আলাদা হওয়াটা হয়তো সম্পূর্ণ দৈবাৎ নয়, অমরেশের তা'তে হয়তো হাত ছিল।

Aber es war Surama, die eines Tages scharf reagierte: 'Ich halte das nicht mehr aus!'

'Das hoffe ich auch.'

'Nein, nein. Geh weg! Was hast du davon, dich und mich in dieser Weise zu quälen?'

'Es gibt ja einen Weg, der uns zum Glück führen kann.'

'Aber diesen Weg sind wir früher nicht gegangen.'

'Das war nicht meine Schuld, Surama. Du wußtest nicht, was du wolltest, und ich wußte nicht, wie man eine Gelegenheit ausnutzt. Warum sollen wir dieses grausame Schicksal so hinnehmen?'

'Du weißt nicht, was du sagst, es geht nicht, es geht einfach nicht!' Ihre Stimme klang hoch und zittrig.

'Hast du etwa Schuldgefühle? Gibt es denn nichts, wofür es sich lohnt, Schuldgefühle zu haben?'

'Ich verstehe dich nicht. Ich habe Angst.'

'Ich werde warten, bis du mich verstehst.'

Es sah endlich so aus, als ob die Tage des Wartens vorüber sein sollten. Sie hatten einen Ausflug in das ausgedehnte Waldgebiet gemacht, das Jagadish gepachtet hatte, und einen aufregenden Tag mit Piknik in seinen geheimnisvollen Tiefen verbracht. Gegen Abend hatten sich alle im Wald verstreut zu einem Spaziergang.

Amaresh und Surma verloren die Richtung zwischen den Bäumen und fanden sich von den übrigen getrennt. Vielleicht war es kein reiner Zufall, sondern zum Teil so arrangiert von Amaresh.

সুরমা খানিক্ষণ বাদে বলেছে—"এ-জঙ্গলে কিন্তু পথ হারাতে পারে !"

"পথ জঙ্গলে ছাড়াও হারানো যায় !"

সুরমা একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলেছে—"সব সময়ে তোমার এ ধরনের কথা ভালো লাগে না !"

"কোথাও তোমার ব্যথা আছে বলেই ভালো লাগে না। নিজের কাছে তুমি ধরা দিতে চাও না বলেই এসব কথা তোমার অসহ্য।"

সুরমা নীরবে খানিক দূর এগিয়ে গেছে। অরণ্যের পশ্চাৎপটে তার দীর্ঘ সুঠাম দেহের গতিভঙ্গিতে বুঝি বন-দেবীরই মহিমা ও মাধুর্য। সেটুকু উপভোগ করবার জন্যেই বুঝি খানিক্ষণ নিঃশব্দে অমরেশ দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর কাছে গিয়ে বলেছে—"এ জঙ্গলে হারাবার বদলে পথ আমরা পেতেও পারি।"

সুরমা তবু নীরব।

হঠাৎ তার একটা হাত ধরে ফেলে অমরেশ বলেছে—"চুপ করে থেকো না সুরমা। বলো, আজ তোমার অটলতার গৌরব আর নেই—আছে শুধু দুর্বলতার লজ্জা। এ-সম্বল নিয়ে চিরদিন বাঁচা যায় না, বাঁচা উচিত নয় সুরমা।"

সুরমা প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলেছে—"আমি কি করতে পারি বলো !"

একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর পা দিয়ে অমরেশ বলেছে—"এই কাটা গাছটা দেখছ সুরমা। কাঠের কারবার এর একটা দাম মিলেছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়, তার চেয়ে আসল দাম এর ছিল ! তুমিও কাঠের কারবারের কাঠ নও সুরমা, তুমি অরণ্যের।"

সুরমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে অমরেশ আবার বলেছে—"সহজ ক'রে কথা আজ বলতে পারছি না ব'লে ক্ষমা কোরো সুরমা, মনের ভেতরই আজ আমার সব জড়িয়ে গেছে।"

সুরমা অমরেশের আরো কাছে স'রে এসেছে, বুকের ওপর মাথা নুইয়ে ধীরে ধীরে ধরা-গলায় বলেছে—"তুমি আমায় সাহস দাও।"

Nach einer Weile sagte Surama : 'Man könnte sich wirklich verirren in diesem Wald.'

'Verirren kann man sich überall, dazu braucht man keinen Wald.'

Surama sagte ungeduldig : 'Wie du immer sprichst ! Ich mag das nicht !'

'Du hast es nicht gern, weil es dir weh tut, weil du vor dir selbst weglaufen willst. Deshalb findest du es unerträglich.'

Surama ging wortlos voraus. Ihre würdevolle Anmut vor dem Hintergrund des Waldes sah wohl aus wie die Grazie und Eleganz der Waldgöttin. Wahrscheinlich um das zu genießen, blieb Amaresh noch Weilchen schweigned stehen. Dann ging er zu ihr hinüber und sagte : 'Vielleicht finden wir sogar den Weg in diesem Wald, anstatt ihn zu verlieren.'

Surama schwieg noch immer.

Amaresh ergriff plötzlich ihre Hand und sagte : 'Bitte, sei doch nicht so stumm, Surama. Warum gibst du denn nicht zu, daß du nicht mehr so stolz bist auf deine Beharrlichkeit, die dir selbst fast unerträglich ist. In Wirklichkeit bist du ja gar nicht so stark. So kann man nicht leben, soll man nicht.'

'Sag mir,' fragte Surama fast unhörbar, 'was kann ich tun ?'

Amaresh stellte einen Fuß auf einen abgesagten Baumstumpf und sagte : 'Siehst du diesen Stumpf, Surama ? Jetzt hat er nur noch Wert als Holz. Aber früher einmal hatte er eine Rolle, die wahrer war, und größeren Wert. Surama, du gehörst nicht auf den Holzmarkt, du gehörst zum Wald.'

Als sie keine Antwort gab, setzte er hinzu : 'Verzeih mir, wenn meine Worte kompliziert scheinen. Meine Gedanken sind auch so, glaub mir !'

Surama rückte näher an ihn heran und legte ihren Kopf an seine Brust. Sie war überwältigt und sprach langsam : 'Gib mir den Mut.'

কিন্তু চলে'-যাওয়া তাদের তখন হয়ে ওঠেনি। বাধা এসেছে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। জগদীশবাবু হঠাৎ অসুখে পড়েছেন—গুরুতর অসুখ। সুরমা ও অমরেশ দিন-রাত্রি বিনিদ্র হয়ে রোগ-শয্যার পাশে জেগেছে, আর শান্তভাবে প্রতীক্ষা করেছে মুক্তিক্ষণের। আর বেশি দিন নয়। এই তাদের শেষ পরীক্ষা, নতুন জীবনের এই প্রথম মূল্যদান।

জগদীশবাবু ভালো হয়ে উঠেছেন, তবু অপেক্ষা করতে হয়েছে আর কিছুদিন, আর কয়েকটা দিন! ছোটখাটো বাধা, বাঁধা ঘাটের নোঙর একেবারে তুলে ফেলতে সুরমার সামান্য বিহ্বলতা। একটু সময় তাকে দেওয়া যেতে পারে—নিজের ভেতর থেকে বল পাওয়ার সময়। অমরেশ কোথাও এতটুকু জোর খাটাতে চায় না, সব শিকড় আপনা থেকে আলগা হয়ে আসুক, সব বন্ধন খুলে যাক। অসীম তার ধৈর্য।

অমরেশ ডাক্তার অপেক্ষা করেছে — কিছুদিন, অনেক দিন, বড় বেশি দিন অপেক্ষা করেছে।

ধীরে ধীরে কখন আগুন গিয়েছে নিভে। কখন আর-বছরের পাপড়ির মতো সে ম্লান শুকনো বিবর্ণ হয়ে গেছে — তারা সবাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিবর্ণ আর সুলভ আর সাধারণ। অভ্যাসের ছাঁচে তারা বদ্ধ হয়ে গেছে, জীর্ণ মলিন হয়ে গেছে সংসারের ধুলায়!

সবচেয়ে মলিন বুঝি ডাক্তার, সবচেয়ে মলিন আর ক্লান্ত। আগুন তার মধ্যে অমন লেলিহান হয়ে জ্বলেছিল ব'লেই সবার আগে তার সব পুড়ে ছাই হয়েছে। ডাক্তার তার নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে এখনো রোজ বসে, নদী ও পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে! কিন্তু সে শুধু অভ্যাস।

ডাক্তার ষ্টেশনে পার্শেল খালাস করতে ছোটে, সে শুধু দুর্বল আজ্ঞানুবর্তিতা।

Aber weggehen konnten sie nicht, aus einem unvorhergesehenen Grund. Jagadish wurde plötzlich und ernsthaft krank. Tag und Nacht wachten Surama und Amaresh unermüdlich an seinem Bett und warteten geduldig auf den Tag, wo sie davongehen konnten. Es würde nicht mehr lange dauern. Dies hier war ihre letzte Prüfung, oder vielmehr die erste in ihrem neuen gemeinsamen Leben.

Jagadish erholte sich, aber sie mußten noch ein paar Tage warten. Kleinere Schwierigkeiten stellten sich in der Weg Suramas leise Unschlüssigkeit, bevor sie alle Brücken hinter sich abbrach. Ja, man konnte ihr Zeit lassen, Zeit, um ihre eigene Kraft in sich zu entdecken. Amaresh wollte nichts gewaltsam beschleunigen, er wartete, bis sich die schwächer werdenden Bindungen völlig auflösten. Erstaunlich war seine Geduld.

Amaresh wartete. Die Zeit des Wartens dehnte sich immer länger aus. Er wartete zu lange.

Unmerklich erlosch das Feuer. Wie aus einer vorjährigen Blume waren aus Amaresh Saft und Farbe gewichen. Eigentlich sind sie alle verdorrt. Verdorrt, billig, ohne Individualität. Sie sind Gefangene ihrer Gewohnheiten geworden, unansehnlich durch den Staub der Gesellschaft.

Am dicksten liegt diese Staudschicht vielleicht auf Amaresh ; er ist farbloser und müder als die andern. Den die Flamme am hellsten hat brennen lassen, den hat sie auch am schnellsten verzehrt. Er kommt und setzt sich in seinen Stuhl auf der Terrasse, jeden Tagd, Hügel und Fluß im Rücken. Das ist aber reine Gewohnheitssache.

Gehorsam eilt er zum Bahnhof, um ein Paket zu holen, aber das ist eher ein Fall von Kraftlosigkeit.

Übersetzung : Heiko Bels : Fräulein Sunanda Basu

BERTOLT BRECHT

VERGNÜGUNGEN

Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen
Das wiedergefundene alte Buch
Begeisterte Gesichter
Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten
Die Zeitung
Der Hund
Die Dialektik
Duschen, Schwimmen
Alte Musik
Bequeme Schuhe
Begreifen
Neue Musik
Schreiben, Pflanzen
Reisen
Singen
Freundlich sein.

ব্যার্টোল্ট ব্রেষ্ট

ভাললাগাগুলো

সকালের জানালার বাইরে প্রথম দৃষ্টিটা
আবার ফিরে পাওয়া পুরনো বইটা
উজ্জ্বল মুখগুলো
তুষার, সেই ঋতুপরিবর্তন
খবরের কাগজটা
কুকুরটা
ডাইলেকটিকটা
সাওয়ারের স্নান, সাঁতার কাটা
পুরাতন সঙ্গীত
আরামদায়ক জুতো
বুঝতে পারা
আধুনিক সঙ্গীত
লেখা, রোপণ
ভ্রমণ
গানগাওয়া
সৌজন্য ।

অনুবাদ : অঞ্জন সেন

HA ! HA ! HA ! LACHTEN DIE KUNDEN DES SOKRATES

Ha ! ha ! ha ! lachten die Kunden des Sokrates
Aber eines der drei Ha's
Gab ihm zu denken.

Die Pyramide von Chepos hat elf Fehler
Die Bibel unzählige
Und die Newtonishche Physik
Ist voll des Aberglaubens.

Die Liebespaare, heimkehrend vom Kino
Könnten in dem oder jenem
Romeo und Julia belehren
Und der Vater des Azdak
Verblüffte den Sohn oftmals.

সক্রেটিসের খদ্দেররা হেসেছিল হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

সক্রেটিসের খদ্দেররা হেসেছিল হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !
কিন্তু ঐ তিনটে হাঃ এর একটা
তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

ক্ষেয়পসের পিরামিডগুলোয় এগারোটা ভুল আছে
বাইবেলে অসংখ্য
আর নিউটনের পদার্থবিজ্ঞান
কুসংস্কারে বোঝাই।

প্রণয়ীযুগল, সিনেমা থেকে বাড়ি ফেরার পথে
কোথাও না কোথাও
রোমিও জুলিয়েটকেও পরামর্শ দিতে পারত
আর আজটাকের সেই বাবা
ছেলেকে বারবার ধোঁকা দিয়েছিল।

অনুবাদ : অঞ্জন সেন

DER KAISER NEPOLEON UND MEIN FREUND, DER ZIMMERMANN

Der große Kaiser Napoleon
Der war ein wening kurz
Doch alle Welt erzitterte
Vor seinem kleinsten Furz.
Alle Welt erzitterte.

Das kam, er hatte Kanonen
Damit schoß er alles in Klump.
Und wer nicht vor ihm erzitterte
Den schimpfte er einen Lump.
Aber jeder erzitterte.

Mein Freund, der ist ein Zimmermann
Der baut Häuser und ist nicht faul
Doch wenn er einen Wunsch hat
Dann sagt man zu ihm : Halt's Maul !
Alle sagen dann nur : Halt's Maul.

Und hätte mein Freund Kanonen
Und wäre sonst stinkfaul
Dann könnt er bekommen, was immer er wollt
Und niemand sagte : Halt's Maul !
Kein Mensch sagte da : Halt's Maul.

সম্রাট নেপোলিয়ঁ এবং আমার বন্ধু রাজমিস্ত্রী

মস্তো সম্রাট নেপোলিঁয়া
একটু বেঁটে মতো ছিল
কিন্তু পৃথিবীটা কাঁপতো তার
একটা খুবছোটো পাদে।
পৃথিবী সবটাই কাঁপত।

কারণ তার ছিল কামানগুলো
যা দিয়ে করতো সে কিন্তু সব
আর যে কাঁপতো না সামনে তাঁর
খিস্তি — হতভাগা — বরাতে তার
কিন্তু সকলেই কাঁপত।

আমার বন্ধু যে মিস্ত্রীটা
বানায় ঘরদোর, খাটিয়ে খুব
কিন্তু তার কিছু ইচ্ছে হলে
লোকেরা বলে তাকে — চোপা থামা !
সবাই বলে শুধু — চোপা থামা !

আমার বন্ধুর যদি কামান
থাকতো আর হতো মহাকুঁড়ে
আর যা চাইতো সে পেতোই তা
লোকেরা বলতো না — চোপা থামা।
কেউই বলতো না — চোপা থামা !

অনুবাদ : নিশীথ ভড়

[ব্রেখ্‌ট-এর এই কবিতা তিনটি অনুবাদে সাহায্য করেছেন নীহার ভট্টাচার্য্য।]

GOTTFRIED BENN

EINSAMER NIE

Einsamer nie als im August :
Erfüllungsstunde — im Gelände
die roten und die goldenen Brände,
doch wo ist deiner Gärten Lust ?

Die Seen hell, die Himmel weich,
die Äcker rein und glänzen leise,
doch wo sind Sieg und Siegsbeweise
aus dem von dir vertretenen Reich ?

Wo alles sich durch Glück beweist
und tauscht den Blick und tauscht die Ringe ?
im Weingeruch, im Rausch der Dinge —:
dienst du dem Gegenglück, dem Geist.

গ ট ফ্রি ড বে ন

এত নিঃসঙ্গ নয় কোনোদিন

আগস্ট মাসের চেয়ে নিঃসঙ্গ নয় কোনোদিন
গ্রামে এল লগ্ন — পূর্ণতার
জ্বলে ওঠে লোহিত ও সোনালী,
কিন্তু কোথায় তোমার সেই উদ্যান আনন্দ ?

হ্রদগুলি আলোকিত, নরম আকাশ,
শুদ্ধ মাঠগুলি মৃদু ঝলসায়,
কোথায় জয়ের চিহ্ন বিজয় প্রমাণ
তুমি যার প্রতিনিধি সেই রাজ্য থেকে ?

যেখানে সবকিছু মুখে করে নিজেকে প্রমাণ
দৃষ্টি বিনিময় আর অঙ্গুরীয় বিনিময় করে
মদ্যগন্ধ আর বস্তুর মত্ততায় —
প্রতিসুখ এনে দেয় বোধিতে তোমার !

অনুবাদ : অঞ্জন সেন : লোঠার লুৎসে

P E T E R B I C H S E L

JODOK LÄßT GRÜßEN

Von Onkel Jodok weiß ich gar nichts, außer daß er der Onkel des Großvaters war. Ich weiß nicht, wie er aussah, ich weiß nicht, wo er wohnte und was er arbeitete.

Ich kenne nur seinen Namen : Jodok.

Und ich kenne sonst niemanden, der so heißt.

Der Großvater begann seine Geschichten mit : 'Als Onkel Jodok noch lebte' oder mit 'Als ich den Onkel Jodok besuchte' oder 'Als mir Onkel Jodok eine Maulgeige schenkte.'

Aber er erzählte nie von Onkel Jodok, sondern nur von der Zeit, in der Jodok noch lebte, von der Reise zu Jodok von der Maulgeige von Jodok.

Und wenn man ihn fragte : 'Wer war Onkel Jodok ?', dann sagte er : 'Ein gescheiter Mann'.

Die Großmutter jedenfalls kannte keinen solchen Onkel, und mein Vater mußte lachen, wenn er den Namen hörte. Und der Großvater wurde böse, wenn der Vater lachte, und dann sagte die Großmutter : 'Ja, ja, der Jodok,' und der Großvater war zufrieden.

Lange Zeit glaubte ich, Onkel Jodok sei Förster gewesen, denn als ich einmal zum Großvater sagte : 'Ich will Förster werden,' sagte er, 'das würde den Onkel Jodok freuen'.

Aber als ich Lokomotivführer werden wollte, sagte er das auch, und auch als ich nichts werden wollte. Der Großvater sagte immer : 'Das würde den Onkel Jodok freuen.'

Aber der Großvater war ein Lügner.

পে টা র বি খ্ সে ল

রাখালকাকা

রাখালকাকা সম্বন্ধে আমি আদৌ কিছু জানি না, কেবল জানি, তিনি আমার ঠাকুর্দার কাকা ছিলেন। আমি জানি না, তিনি কেমন দেখতে ছিলেন, জানিনা, কোথায় থাকতেন আর কি করতেন।

আমি শুধু তাঁর নামটা জানি — রাখাল।

ঐ নামে আমি আর কাউকে চিনি না।

আমার ঠাকুর্দা কিছু বলতে গেলেই বলত, "রাখালকাকা তখন বেঁচে" ; বা "সেবার যখন আমি রাখালকাকার ওখানে বেড়াতে গেছিলাম" ; কিম্বা "রাখাল-কাকা যেবার আমাকে একটা মাউথ অর্গ্যান দিয়েছিল।"

রাখালকাকা সম্বন্ধে কিন্তু কোনোদিন কিছু বলত না, বলত সেই সময়ের কথা যখন রাখালকাকা বেঁচে ছিল, রাখালকাকার ওখানে বেড়াতে যাবার কথা আর রাখালকাকার দেয়া সেই মাউথ অর্গ্যানের কথা।

আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, "রাখালকাকা কে ছিল ?" তখন আমার ঠাকুর্দা বলত, "একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি।"

আমার ঠাকুরমা কিন্তু রাখালকাকা বলে কাউকে চিনত না, আর আমার বাবাতো ওই নামটা শুনলেই হাসাহাসি করত। আর বাবা হাসাহাসি করলে ঠাকুর্দা যেত ক্ষেপে, তখন ঠাকুরমা বলত, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই রাখাল", তখন ঠাকুর্দা ঠাণ্ডা হতো।

অনেককাল ধরে আমার ধারণা ছিল, রাখালকাকা বুঝি ফরেষ্টার ছিলেন, কারণ একবার যখন আমি ঠাকুর্দাকে বলেছিলাম, আমি ফরেষ্টার হব," তাই শুনে ঠাকুর্দা বলেছিল, "তাহলে রাখালকাকা খুব খুশী হতো।"

কিন্তু যখন আমি ইঞ্জিন ড্রাইভার হব বলেছিলাম, তখনও সেই একই কথা বলেছে, কিছুই হতে চাই না বললেও সেই কথা। ঠাকুর্দা সবসময় বলত, "তাহলে রাখালকাকা খুব খুশী হতো।"

কিন্তু ঠাকুর্দা ছিল মিথ্যাবাদী।

Ich hatte ihn zwar gern, aber er war in seinem langen Leben zum Lügner geworden.

Oft ging er zum Telefon, nahm den Hörer, stellte eine Nummer ein und sagte ins Telefon : 'Tag, Onkel Jodok, wie gehts denn, Onkel Jodok, nein, Onkel Jodok, ja doch, bestimmt, Onkel Jodok', und wir wußten alle, daß er beim Sprechen die Gabel runterdrückte und nur so tat.

Und die Großmutter wußte es auch, aber sie rief trotzdem : 'Laß jetzt das Telefonieren, das kommt zu teuer !' Und der Großvater sagte : 'Ich muß jetzt Schluß machen, Onkel Jodok' und kam zurück und sagte : 'Jodok läßt grüßen.'

Dabei hatte er früher immer gesagt : 'Als Onkel Jodok noch lebte', und jetzt sagte er schon : 'Wir müssen Onkel Jodok mal besuchen.'

Oder sagte : 'Onkel Jodok besucht uns bestimmt', und er schlug sich dabei aufs Knie, aber das sah nicht überzeugend aus, und er merkte es und wurde still und ließ dann seinen Jodok für kurze Zeit sein.

Und wir atmeten auf.

Aber dann begann es wieder :
Jodok hat angerufen.
Jodok hat immer gesagt.
Jodok ist derselben Meinung.
Der trägt einen Hut wie Onkel Jodok.
Onkel Jodok geht gern spazieren.
Onkel Jodok erträgt jede Kälte.
Onkel Jodok liebt die Tiere liebt Onkel Jodok geht mit ihnen spazieren bei jeder Kälte geht Onkel Jodok mit den Tieren geht Onkel Jodok verträgt jede Kälte verträgt der Onkel Jodok
d-e-r O-n-k-e-l J-o-d-o-k.

ঠাকুর্দাকে অবশ্য আমার ভালই লাগত, তবে খুব বেশী বুড়ো হয়ে যাবার দরুণ মিথ্যাবাদী হয়ে গেছিল।

প্রায়ই টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিত, একটা নম্বর ডায়াল করে বলত, "এই যে, রাখালকাকা, খবর কী রাখালকাকা ? না, রাখালকাকা, হ্যাঁ ঠিক, নিশ্চয় রাখালকাকা", আর আমরা সবাই জানতাম যে কথা বলবার সময় ঠাকুর্দা টেলিফোনের বোতামটা চেপে রাখত, আর স্রেফ ফোন করার ভান করত।

আমার ঠাকুরমাও তা জানত, তবুও বলত, "ফোন করা থামাও দিকি, মিছি মিছি খরচা বাড়ান।" তখন ঠাকুর্দা বলত, "এবার ছেড়ে দিতে হচ্ছে রাখালকাকা", তারপর ফিরে এসে বলত, "রাখালকাকা বলছিল তোমাদের কথা।"

ওদিকে কিন্তু বরাবর বলেছে, "রাখালকাকা তখন বেঁচে," আর এখন আবার বলতে শুরু করেছে, "একবার রাখালকাকার ওখানে যেতে হবে।"

কিম্বা বলত, "রাখালকাকা ঠিক আসবে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে," আর ওই কথা বলবার সময় হাঁটুতে চাপড় মারত, তবে তাতেও ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হতো না, ঠাকুর্দা সেটা টের পেত আর চুপ করে যেত, কিছুদিনের জন্য রেহাই দিত তার রাখালকে।

আর আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম।

কিন্তু তারপর আবার শুরু হতো —
রাখাল ফোন করেছিল।
রাখাল সব সময় বলতো।
রাখালেরও তাই মত।
ওই লোকটা রাখালকাকার মত একটা টুপি মাথায় দেয়।
রাখালকাকা হাঁটতে ভালবাসে।
রাখালকাকা কখনো শীতে কাবু হয় না।
রাখালকাকা জীব-জন্তু ভালবাসে ভালবাসে রাখালকাকা যায় ওদের নিয়ে বেড়াতে যত শীতই পড়ুক না কেন রাখালকাকা জীব-জন্তুদের নিয়ে যায় রাখালকাকা কখনো শীতে কাবু হয় না
সে - ই রা -খা - ল কা - কা।

Und wenn wir, seine Enkel, zu ihm kamen, fragte er nicht : 'Wieviel gibt zwei mal sieben,' oder : 'Wie heißt die Hauptstadt von Island,' sondern : 'Wie schreibt man Jodok ?'

Jodok schreibt man mit einem langen J und ohne CK, und das Schlimme an Jodok waren die beiden O. Man konnte sie nicht mehr hören, den ganzen Tag in der Stube des Großvaters die O von Joodook.

Und der Großvater liebte die O von Jooodoook, und sagte :
Onkel Jodok kocht große Bohnen.
Onkel Jodok lobt den Nordpol.
Onkel Jodok tobt froh.

Dann wurde es blad so schlimm, daß er alles mit O sagte :
Onkol Jodok word ons bosochon, or ost on goschotor Monn, wor roson morgon zom Onkol.

Oder so :
Onkoljodok word
onsbosochon orost
ongoschotor mon
woroson mor
gonzomonkol.

Und die Leute fürchteten sich mehr und mehr vor dem Großvater, und er begann jetzt sogar zu behaupten, er kenne keinen Jodok, habe nie einen gekannt. *Wir* hätten davon angefangen. *Wir* hätten gefragt : 'Wer war Onkel Jodok ?'

Es hatte keinen Sinn, mit ihm zu streiten.

Es gab für ihn nichts anderes mehr als Jodok.

Bereits sagte er zum Briefträger : 'Guten Tag, Herr Jodok', dann nannte er mich Jodok und bald alle Leute.

Jodok war sein Kosename : 'Mein lieber Jodok', sein Schimpfwort : 'Vermaledeiter Jodok' und sein Fluch : 'Zum Jodok noch mal.'

আর আমরা, নাতি-নাতনীরা ঠাকুর্দার কাছে গেলে, জিজ্ঞাসা করত না, "সাত দুগুনে কত", কিম্বা, "আইসল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম কী", জিজ্ঞাসা করত, রাখালকাকা বানান কী ?"

রাখালকাকা বানান ব-এ শূন্য 'র' দিয়ে, 'ড়' দিয়ে না, সবচেয়ে আসল হচ্ছে ঐ চারটে আ-কার। শুনতে শুনতে কান পচে যায়, সারাদিন ঠাকুর্দার ঘরে রাাখাালকাাকাা-র ঐ আ-কারগুলো।

রাাাখাাালকাাাকাাা-র ঐ আ-কারগুলো ঠাকুর্দার খুব ভাল লাগত। বলত —
রাখালকাকা ভাল রান্না জানে।
রাখালকাকা বাতাসা ভালবাসে।
রাখালকাকা সাহারা যাবার আগে আন্দকারা যাবে।

তারপর এমন অবস্থা হল যে, ঠাকুর্দা সবই আ-কার দিয়ে বলতে শুরু করল — রাখালাকাকা আমাদারা আখানা আসাবা, রাখালাকাকা খাবা বাচাক্কানা ব্যাস্তা ছালা, আমারা কালা রাখালাকাকারা আখানা যাবা।

কিম্বা —
রাখালাকাকা আমাদারা
আখানাসাবা রাখালাকাকাখাবা
বাচাক্কাণা ব্যাস্তা
ছালামারা কালারাখালাকাকারা
আখানাযাবা।

ফলে ঠাকুর্দাকে দেখলে লোকের আতঙ্ক বেড়ে যেতে থাকল, আর ঠাকুর্দা এদিকে বলতে শুরু করেছে, রাখাল বলে কাউকে নাকি চেনে না। কোনদিন চিনতও না। আ ম রা ই নাকি ওসব বানিয়েছি। আ ম রা ই নাকি তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, "রাখালকাকা কে ছিল ?"

এ নিয়ে ঠাকুর্দার সাথে তর্ক করা বৃথা।
ঠাকুর্দার কাছে আসলে রাখালই সব।

ডাকপিওনকে বলতে শুরু করে দিয়েছে, "এই যে, রাখালবাবু," তারপর আমাকে রাখাল বলে ডাকতে শুরু করল, আর তারপর সবাইকেই।

রাখাল ঠাকুর্দার প্রিয় নাম — "রাখাল আমার", গালি দিত, "রাখাল কোথাকার" আর শাপশাপান্তি করত, "রাখালে যাও।"

Er sagte nicht mehr : 'Ich habe Hunger,' er sagte : 'Ich habe Jodok.' Später sagte er auch nicht mehr 'Ich,' dann hieß es 'Jodok hat Jodok.'

Er nahm die Zeitung, schlug die Seite 'Jodok und Jodok'— Unglück und Verbrechen — auf und begann vorzulesen :

'Am Jodok ereignete sich auf der Jodok bei Jodok ein Jodok, der zwei Jodok forderte. Ein Jodok fuhr auf der Jodok von Jodok nach Jodok. Kurze Jodok später ereignete sich auf der Jodok von Jodok der Jodok mit einem Jodok. Der Jodok des Jodoks, Jodok Jodok, waren auf dem Jodok tot.'

Die Großmutter stopfte sich die Finger in die Ohren und rief : 'Ich kann's nicht mehr hören, ich ertrag es nicht.' Aber mein Großvater hörte nicht auf. Er hörte sein ganzes Leben lang nicht auf, und mein Großvater ist sehr alt geworden, und ich habe ihn sehr gern gehabt. Und wenn er zum Schluß auch nichts anderes mehr als Jodok sagte, haben wir zwei uns doch immer sehr gut verstanden. Ich war sehr jung und der Großvater sehr alt, er nahm mich auf die Knie und jodokte Jodok die Jodok vom Jodok Jodok — das heißt : 'Er erzählte mir die Geschichte von Onkel Jodok', und ich freute mich sehr über die Geschichte, und alle, die älter als ich, aber jünger als mein Großvater waren, verstanden nichts und wollten nicht, daß er mich auf die Knie nahm, und als er starb, weinte ich sehr.

Ich habe allen Verwandten gesagt, daß man auf seinen Grabstein nicht Friedrich Glauser, sondern Jodok Jodok schreiben müsse, mein Großvater habe es so gewünscht. Man hörte nicht auf mich, so sehr ich auch weinte.

Aber leider, leider ist diese Geschichte nicht wahr, und leider war mein Großvater kein Lügner, und er ist leider auch nicht alt geworden.

ঠাকুর্দা আর বলত না, "আমার খিদে পেয়েছে", বলত, "আমার রাখাল পেয়েছে", পরের দিকে "আমার"-ও বলত না আর, তখন বলত, "রাখালের রাখাল পেয়েছে।"

খবরের কাগজ নিয়ে বসত, পাতা উল্টে বার করত "রাখাল এবং রাখাল"— অর্থাৎ দুর্ঘটনা এবং অপরাধ, তারপর পড়ে শোনাত —

"রাখালে রাখালের কাছে রাখালের ওপর এক রাখাল ঘটে, ফলে দুই রাখালের রাখাল ঘটে। এক রাখাল রাখাল থেকে রাখালে যাবার রাখালে রাখাল চালিয়ে যায়। কিছু রাখাল বাদে রাখালের রাখালের রাখালে এক রাখাল ঘটে। রাখালের রাখাল, নাম রাখাল রাখাল, রাখালেই মারা যায়।"

ঠাকুরমা কানে আঙুল দিয়ে চিৎকার করে উঠত, "আমি আর শুনতে চাইনা, আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।" কিন্তু ঠাকুর্দা ছাড়ত না। সমস্ত জীবনে ছাড়েনি। আমার ঠাকুর্দা বহুদিন বেঁচে ছিল, আর তাকে আমার খুব ভাল লাগত। যখন ঠাকুর্দা রাখাল ছাড়া আর কিছুই বলত না, তখনও কিন্তু আমরা দুজনে দুজনের কথা ঠিক বুঝতে পারতাম। আমি খুবই ছোট ছিলাম আর ঠাকুর্দা ছিল খুবই বুড়ো, আমাকে কোলে নিয়ে রাখালকে রাখাল রাখালের রাখাল রাখালতো — অর্থাৎ, "আমাকে রাখালকাকার গল্প শোনাতো", আর সেই গল্প শুনে আমার খুব ভাল লাগত, আর ওরা, যারা আমার চেয়ে বড় ছিল কিন্তু ঠাকুর্দার চেয়ে ছোট, তারা কিছুই বুঝত না আর চাইত না যে ঠাকুর্দা আমাকে কোলে নিক। তারপর ঠাকুর্দা মারা গেলে, আমি খুব কেঁদেছিলাম।

সব আত্মীয়দের বলেছিলাম, ঠাকুর্দার কবরের ফলকে ফ্রীডরিক গ্লাউসার না লিখে রাখাল রাখাল লেখা উচিত হবে, আমার ঠাকুর্দার খুব ইচ্ছা ছিল তা। আমার অনেক কান্নাকাটি সত্ত্বেও কেউ আমার কথা শোনেনি।

কিন্তু আপশোষের কথা, খুবই আপশোষের কথা যে এ গল্প সত্যি নয়, আরও আপশোষের কথা, আমার ঠাকুর্দা মিথ্যাবাদী ছিল না, আর আমার ঠাকুর্দা বুড়োও হয়নি।

Ich war noch sehr klein, als er starb, und ich erinnere mich nur noch daran, wie er einmal sagte : 'Als Onkel Jodok noch lebte', und meine Großmutter, die ich nicht gern gehabt habe, schrie ihn schroff an : 'Hör auf mit deinem Jodok', und der Großvater wurde ganz still und traugig und entschuldigte sich dann.

Da bekam ich eine große Wut — es war die erste, an die ich mich noch erinnere — und ich rief : 'Wenn *ich* einen Onkel Jodok hätte, ich würde von nichts anderem mehr spechen !'

Und wenn das mein Großvater getan hätte, wäre er vielleicht älter geworden, und ich hätte heute noch einen Großvater, und wir würden uns gut verstehen.

ঠাকুর্দা যখন মারা যায়, আমি তখন খুবই ছোট, আর আমার এখনও মনে আছে, ঠাকুর্দা একবার বলেছিল, "রাখালকাকা তখন বেঁচে", তখন আমার ঠাকুরমা — ঠাকুরমাকে আমার ভাল লাগত না — ঝাঁঝিয়ে উঠে ছিল, "তোমার রাখালকাকার কথা ছাড় দিকি", তাতে ঠাকুর্দা চুপ করে গেছিল, দুঃখ পেয়েছিল আর মাপ চেয়ে নিয়েছিল।

তখন আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল, তার আগের কোন কথা আমার মনে পড়ে না, আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, "আ মা র যদি একজন রাখালকাকা থাকত তবে আমি অন্য কোনও কথা বলতাম না !"

আর আমার ঠাকুর্দা যদি তা করত, তাহলে হয়তো অনেকদিন বাঁচত, তাহলে আমার এখনও একটা ঠাকুর্দা থাকত, আর আমরা দুজনে দুজনকে বুঝতে পারতাম।

অনুবাদ : নীহার ভট্টাচার্য্য

[ওঙ্কেল ইয়োডোক নামটা পাল্টে "রাখালকাকা" কেন করেছি সেটা আশা করি বিদগ্ধ পাঠককে বলে দিতে হবে না। — অনুবাদক]

EIN TISCH IST EIN TISCH

Ich will von einem alten Mann erzählen, von einem Mann, der kein Wrot mehr sagt, ein müdes Gesicht hat, zu müd zum Lächeln und zu müd, um böse zu sein. Er wohnt in einer kleinen Stadt, am Ende der Straße oder nahe der Kreuzung. Es lohnt sich fast nicht, ihn zu beschreiben, kaum etwas unterscheidet ihn von andern. Er trägt einen grauen Hut, graue Hosen, einen grauen Rock und im Winter den langen grauen Mantel, und er hat einen dünnen Hals, dessen Haut trocken und runzelig ist, die weißen Hemdkragen sind ihm viel zu weit.

Im obersten Stock des Hauses hat er sein Zimmer, vielleicht war er verheiratet und hatte Kinder, vielleicht wohnte er früher in einer andern Stadt. Bestimmt war er einmal ein Kind, aber das war zu einer Zeit, wo die Kinder wie Erwachsene angezogen waren. Man sieht sie so im Fotoalbum der Großmutter. In seinem Zimmer sind zwei Stühle, ein Tisch, ein Teppich, ein Bett und ein Schrank. Auf einem kleinen Tisch steht ein Wecker, daneben liegen alte Zeitungen und das Fotoalbum, an der Wand hängen ein Spiegel und ein Bild.

Der alte Mann machte morgens einen Spaziergang und nachmittags einen Spaziergang, sprach ein paar Wrote mit seinem Nachbarn, und abends saß er an seinem Tisch.

Das änderte sich nie, auch sonntags war das so. Und wenn der Mann am Tisch saß, hörte er den Wecker ticken, immer den Wecker ticken.

Dann gab es einmal einen besonderen Tag, einen Tag mit Sonne, nicht zu heiß, nicht zu kalt, mit Vogelgezwitscher, mit freundlichen Leuten, mit Kinder, die spielten — und das Besondere war, daß das alles dem Mann plötzlich gefiel.

টেবিল আসলে টেবিলই

একজন বুড়োর গল্প বলব। বুড়োটা কোনো কথাই আর বলে না. ক্লান্ত মুখ, তার হাসতে ক্লান্তি, রাগতেও ক্লান্তি। একটা ছোট্ট শহরে থাকে, রাস্তার শেষে, চৌরাস্তার কাছে। তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই বললেই চলে, আর সবার সাথে তার তফাৎ সামান্যই। মাথায় ছাইরঙা টুপি, পরনে ছাইরঙা প্যান্ট, ছাইরঙা কোট, শীতকালে তার ওপর একটা বিশাল ছাইরঙা ওভারকোট। তার সরু গলার চামড়া খড়িওঠা আর কোঁচকান, সাদা জামার গলাটা অনেক বড়।

বাড়ীটার একদম ওপর তলায় তার ঘর। হয়তো কোনদিন তার স্ত্রী ছিল, বাচ্চা-কাচ্চাও ছিল হয়তো, হয়তো আগে অন্য কোন শহরে থাকত। তবে একটা কথা ঠিক যে, সে নিজে একসময়ে বাচ্চা ছিল, কিন্তু তা এমন এক সময়ে যখন বাচ্চরাও বড়দের মত পোষাক পরতো। ঠাকুরমায়ের আমলের এ্যালবামে ওরকম ছবি দেখা যায়। তার ঘরে আছে দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, একটা কার্পেট, একটা বিছানা আর একটা আলমারী। ছোট্ট টেবিলটার ওপর একটা এ্যালার্ম ঘড়ি, তার পাশে পুরনো খবরের কাগজ আর একটা এ্যালবাম, দেয়ালে ঝোলানো একটা আয়না আর একটা ছবি।

বুড়োটা সকালে একবার বেড়াতে যায়, বিকেলে একবার বেড়াতে যায়। প্রতিবেশীর সঙ্গে দু-একটা কথা বলে আর সন্ধ্যায় টেবিলে গিয়ে বসে।

এর কোন রকমফের হ'তো না, রবিবারেও ঐ একই রকম। আর টেবিলে বসলেই শুনতে পেত ঘড়ির টিক-টিক আওয়াজ, সবসময় ওই একই আওয়াজ।

তারপর একদিন এল এক বিশেষ দিন। রোদ্দুর, তেমন গরম নয়, আবার তেমন ঠাণ্ডাও নয়, পাখির ডাক, হাসিখুশী লোকজনের সঙ্গে বাচ্চারা, তারা খেলাধুলো করছে — আর সবচেয়ে বড় কথা, এসবই হঠাৎ ভাল লাগল লোকটার।

Er lächelte.

'Jetzt wird sich alles ändern', dachte er. Er öffnete den obersten Hemdknopf, nahm den Hut in die Hand, beschleunigte seinen Gang, wippte sogar beim Gehen in den Krien und freute sich. Er kam in seine Straße, nickte den Kindern zu, ging vor sein Haus, stieg die Treppe hoch, nahm die Schlüßel aus der Tasche und schloß sein Zimmer auf.

Aber im Zimmer war alles gleich, ein Tisch, zwei Stühle, ein Bett. Und wie er sich hinsetzte, hörte er wieder das ticken, und alle Freude war vorbei, denn nichts hatte sich gändert.

Und den Mann überkam eine große Wut.

Er sah im Spiegel sein Gesicht rot anlaufen, sah, wie er die Augen zukniff; dann verkrampfte er seine Hände zu Fäusten, hob sie und schlug mit ihnen auf die Tischplatte, erst nur einen Schlag, dann noch einen, und dann begann er auf den Tisch zu trommeln und schrie dazu immer wieder:
'Es muß sich ändern!'

Und er hörte den Wecker nicht mehr. Dann begannen seine Hände zu schmerzen, seine Stimme versagte, dann hörte er den Wecker wieder, und nichts änderte sich.

'Immer derselbe Tisch', sagte der Mann, 'dieselben Stühle, das Bett, das Bild. Und dem Tisch sage ich Tisch, dem Bild sage ich Bild, das Bett heißt Bett, und den Stuhl nennt man Stuhl. 'Warum denn eigentlich?' Die Franzosen sagen dem Bett 'li', dem Tisch 'tabl', nennen das Bild 'tablo' und den Stuhl 'schäs', und sie verstehen sich. Und die Chinesen verstehen sich auch.

'Weshalb heißt das Bett nicht Bild', dachte der Mann und lächelte, dann lachte er, lachte, bis die Nachbarn an die Wand klopften und 'Ruhe' riefen.

লোকটা মুচকি হাসল।

"এবার সব কিছু পাল্টে যাবে", ভাবল। জামার গলার বোতামটা খুলে দিল, টুপিটা হাতে নিল, পা একটু জোরে চালাল, চাই কি একটু যেন নেচে নেচে পা ফেলতে শুরু করল, তার খুব ভাল লাগছিল। তার নিজের বাড়ির রাস্তায় এল, বাচ্চাদের একটু হাতছানি দিল, বাড়িতে ঢুকল, সিঁড়ি দিয়ে উঠল, পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল।

ঘরের ভেতরটা কিন্তু সেই একই রকম আছে, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার. একটা বিছানা। তারপর যখন চেয়ারে গিয়ে বসল, শুনতে পেল ঘড়ির আওয়াজ, তার সব আনন্দ উবে গেল, কিছুই পাল্টায়নি।

লোকটার তখন খুব রাগ হল।

আয়নায় দেখল তার মুখটা, ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠেছে, চোখ কুঁচকে দেখল। হাত দুটো মুঠো করে ধরল, উঁচু করে টেবিলের ওপর কিল মারল, প্রথমে একবার মাত্র, তারপর আবার একবার, তারপর সমানে টেবিলের ওপর কিল চালিয়ে গেল আর সেই সাথে চিৎকার করতে থাকল,
"এ সব পাল্টে যাওয়া দরকার, এসব পাল্টে যাওয়া দরকার !"

ঘড়ির আওয়াজ আর তার কানে গেল না। হাতে ব্যথা আরম্ভ হল, গলা ভেঙে এল, তখন আবার শুনতে পেল ঘড়ির আওয়াজ ; কিছুই পাল্টায় নি।

"কেবল সেই একই টেবিল", বলল লোকটা, "সেই একই চেয়ার, বিছানা, ছবি। আর এই টেবিলটাকে আমরা টেবিল বলি, ছবিটাকে ছবি বলি, বিছানার নাম বিছানা, চেয়ারকে লোকে চেয়ার বলে। কিন্তু কেন ?" ফরাসীরা বিছানাকে বলে "লি", টেবিলকে "টাব্ল্", ছবির নাম "টাব্লো" আর চেয়ার "শ্যেজ", আর ওরা তাইতে বোঝে। চীনেরাও বোঝে নিজেদের শব্দে।

"বিছানাকে ছবি বলা হয় না কেন ?" ভাবল লোকটা, তারপর মুচকি হাসল, তারপর হাসতে থাকল, হেসেই চলল যতক্ষণ না আশপাশের ভাড়াটেরা চুপ করতে বলল।

'Jetzt ändert es sich', rief er, und er sagte von nun an dem Bett 'Bild'.

'Ich bin müde, ich will ins Bild', sagte er, und morgens blieb er oft lange im Bild liegen und überlegte, wie er nun dem Stuhl sagen wolle, und er nannte den Stuhl 'Wecker'.

Er stand also auf, zog sich an, setzte sich auf den Wecker und stützte die Arme auf den Tisch. Aber der Tisch hieß jetzt nicht mehr Tisch, er hieß jetzt Teppich. Am Morgen verließ also der Mann das Bild, zog sich an, setzte sich an den Teppich auf den Wecker und überlegte, wem er wie sagen könnte.

Dem Bett sagte er Bild.
Dem Tisch sagte er Teppich.
Dem Stuhl sagte er Wecker.
Der Zeitung sagte er Bett.
Dem Spiegel sagte er Stuhl.
Dem Wecker sagte er Fotoalbum.
Dem Schrank sagte er Zeitung.
Dem Teppich sagte er Schrank.
Dem Bild sagte er Tisch.
Und dem Fotoalbum sagte er Spiegel.

Also :

Am Morgen blieb der alte Mann lange im Bild liegen, um neun läutete das Fotoalbum, der Mann stand auf und stellte sich auf den Schrank, damit er nicht an die Füße fror, dann nahm er seine Kleider aus der Zeitung, zog sich an, schaute in den Stuhl an der Wand, setzte sich dann auf den Wecker an den Teppich und blätterte den Spiegel durch, bis er den Tisch seiner Mutter fand.

Der Mann fand das lustig, und er übte den ganzen Tag und prägte sich die neuen Wörter ein. Jetzt wurde alles umbenannt : Er war jetzt kein Mann mehr, sondern ein Fuß, und der Fuß war ein Morgen und der Morgen ein Mann.

"এবার সব কিছু পাল্টে যাবে", চিৎকার করে উঠল, আর তখন থেকে সে বিছানাকে "ছবি" বলতে শুরু করল।

"আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি ছবিতে যাচ্ছি", বলল। সকালে বেশ অনেক সময় ছবিতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকল, এবার থেকে চেয়ারকে কি বলবে, চেয়ারের নাম দিল "ঘড়ি"।

তখন সে ছবি থেকে উঠল, জামা-কাপড় পাল্টে ঘড়ির ওপর গিয়ে বসল টেবিলে ভর দিয়ে। কিন্তু টেবিলের নাম তো আর টেবিল নয়, ওর নাম কার্পেট। তাহলে, লোকটা সকালে ছবি থেকে উঠে জামা-কাপড় পাল্টে কার্পেটের সামনে ঘড়ির ওপর গিয়ে বসল, বসে ভাবতে থাকল কার কি নাম দেয়া যায়।

বিছানার নাম দিল ছবি।
টেবিলের নাম দিল কার্পেট।
চেয়ারের নাম দিল ঘড়ি।
খবরের কাগজের নাম দিল বিছানা।
আয়নার নাম দিল চেয়ার।
ঘড়ির নাম দিল এ্যালবাম।
আলমারীর নাম দিল খবরের কাগজ।
কার্পেটের নাম দিল আলমারী।
ছবির নাম দিল টেবিল।
আর অ্যালবামের নাম দিল আয়না।

তাহলে —

সকালে বুড়ো লোকটা অনেকক্ষণ ছবিতে শুয়ে থাকল, নটার সময় এ্যালবামে এ্যালার্ম বেজে উঠল, লোকটা উঠল, লোকটা উঠে আলমারীর ওপর গিয়ে দাঁড়াল, যাতে পায়ে ঠাণ্ডা না লাগে, তারপর খবরের কাগজ খুলে তার জামা-কাপড় বার করে পরল, দেয়ালে ঝোলান চেয়ারে মুখ দেখল, তারপর কার্পেটের সামনে ঘড়ির ওপর বসে আয়নার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তার মায়ের টেবিলটা পেল।

এতে লোকটা বেশ মজা পেল। সারাদিন ধরে ভেবে ভেবে নতুন নতুন শব্দ সব মুখস্ত করল। সবকিছুর নামই এবার পাল্টে গেল। এখন আর বুড়োটা মানুষ নয় — পা ; আর পা হচ্ছে সকাল, আর সকাল মানুষ।

Jetzt könnt ihr die Geschichte selbst weiterschreiben. Und dann könnt ihr, sowie es der Mann machte, auch die anderen Wörter austauschen :

läuten heißt stellen,
frieren heißt schauen,
liegen heißt läuten,
stehen heißt frieren,
stellen heißt blattern.

So daß es dann heißt :
Am Mann blieb der alte Fuß lange im Bild läuten, um neun stellte das Fotoalbum, der Fuß fror auf und blätterte sich auf den Schrank, damit er nicht an die Morgen schaute.

Der alte Mann kaufte sich blaue Schulhefte und schrieb sie mit den neuen Wörtern voll, und er hatte viel zu tun damit, und man sah ihn nur noch selten auf der Straße.

Dann lernte er für alle Dinge die neuen Bezeichnungen und vergaß dabei mehr und mehr die richtigen. Er hatte jetzt eine neue Sprache, die ihm ganz allein gehörte.

Hi und da träumte er schon in der neuen Sprache, und dann übersetzte er die Lieder aus seiner Schulzeit in seine Sprache, und er sang sie leise vor sich hin.

Aber bald fiel ihm auch das Übersetzen schwer, er hatte seine alte Sprache fast vergessen, und er mußte die richtigen Wörter in seinen blauen Heften suchen. Und es machte ihm Angst, mit den Leuten zu sprechen. Er mußte lange nachdenken, wie die Leute zu den Dingen sagen.

Seinem Bild sagen die Leute Bett.
Seinem Teppich sagen die Leute Tisch.
Seinem Wecker sagen die Leute Stuhl.
Seinem Bett sagen die Leute Zeitung.
Seinem Stuhl sagen die Leute Spiegel.

এবার গল্পটা তোমরা নিজেরাই ভেবে নিতে পার। আর তারপর ওই বুড়োর মত — বুড়ো যেমন করেছিল, অন্য শব্দগুলোও পাল্টাতে পার, যেমন —

শীতলাগা মানে তাকানো,
শোয়া মানে এ্যালার্ম বাজা,
দাঁড়ানো মানে শীত লাগা,
রাখা মানে পাতা ওল্টানো।

তখন ব্যাপারটা দাঁড়াবে —
মানুষে বুড়ো পা-টা অনেকক্ষণ ছবিতে এ্যালার্ম বাজল, নটায় এ্যালবামটা রাখল, পায়ে শীত লাগছিল আর আলমারীর ওপর গিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকল, যাতে সকালের দিকে তাকাতে না হয়।

বুড়ো লোকটা নীল রঙের খাতা কিনে এনে সেগুলো নতুন নতুন শব্দ লিখে ভর্তি করে ফেলল, ওর এখন প্রচুর কাজ, কাজেই তাকে কদাচিৎ রাস্তা-ঘাটে দেখা যেত।

তারপর সে সব কিছুর নতুন নামগুলো মুখস্ত করল, আর তাই করতে গিয়ে আসল নামগুলো ভুলে গেল। বুড়োর এখন একটা নতুন ভাষা, সেই ভাষাটা একান্তভাবে ওর নিজস্ব।

প্রায়ই সে নতুন ভাষায় স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করল, তারপর সেই স্কুলের সময়ে শেখা গানগুলো নিজের ভাষায় অনুবাদ করে আপন মনে গাইত গুনগুন করে।

তারপর কিন্তু ওই নিজের ভাষায় অনুবাদ করাও তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল, তার পুরোনো ভাষা সে প্রায় ভুলতে বসেছে, আসল শব্দগুলোর জন্য তাকে তার নীল খাতাগুলো হাত্‌ড়াতে হতো, কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে তার ভয় ভয় করত। তাকে অনেক ভেবেচিন্তে বার করতে হতো লোকে আসলে কি বলে।

ওর ছবিকে লোকে বলে বিছানা।
ওর কার্পেটকে লোকে বলে টেবিল।
ওর ঘড়িকে লোকে বলে চেয়ার।
ওর বিছানাকে লোকে বলে খবরের কাগজ।
ওর চেয়ারকে লোকে বলে আয়না।

Seinem Fotoalbum sagen die Leute Wecker.
Seiner Zeitung sagen die Leute Schrank.
Seinem Schrank sagen die Leute Teppich.
Seinem Tisch sagen die Leute Bild.
Seinem Spiegel sagen die Leute Fotoalbum.

Und es kam so weit, daß der Mann lachen mußte, wenn er die Leute reden hörte.

Er mußte lachen, wenn er hörte, wie jemand sagte :

'Gehen Sie morgen auch zum Fußballspiel ?' Oder wenn jemand sagte : 'Jetzt regnet es schon zwei Monate lang.' Oder wenn jemand sagte : 'Ich habe einen Onkel in Amerika.'

Er mußte lachen, weil er all das nicht verstand.

Aber eine lustige Geschichte ist das nicht. Sie hat traurig angefangen und hört traurig auf.

Der alte Mann im grauen Mantel konnte die Leute nicht mehr verstehen, das war nicht so schlimm.

Viel schlimmer war, sie konnten ihn nicht mehr verstehen.

Und deshalb sagte er nichts mehr.

Er schwieg,
sprach nur noch mit sich selbst,
grüßte nicht einmal mehr.

ওর এ্যালবামকে লোকে বলে ঘড়ি।
ওর খবরের কাগজকে লোকে বলে আলমারী
ওর আলমারীকে লোকে বলে কার্পেট।
ওর টেবিলকে লোকে বলে ছবি।
ওর আয়নাকে লোকে বলে এ্যালবাম।

ফলে এমন একটা অবস্থা হয়ে উঠল যে, লোকে কিছু বললেই বুড়োর হাসি পেত।

তার দারুণ হাসি পেত, যদি কেউ বলত —

"যাবেন নাকি কাল, ফুটবল খেলা দেখতে ?" বা কেউ যদি বলত, "দুমাস ধরে সমানে বৃষ্টি হচ্ছে।" কিম্বা কেউ হয়তো বলল, "আমার এক মামা থাকে আমেরিকায়।"

বুড়োর হাসি পেত, কারণ সে ও সবের মানে বুঝত না।

এটা কিন্তু একটা মজার গল্প নয়। শুরু হয়েছে করুণভাবে, এর শেষটাও করুণ।

ছাইরঙের ওভারকোট গায়ে বুড়োটা কারও কথা বুঝত না, কিন্তু সেটা তেমন কিছু না।

তারচেয়ে অনেক বিশ্রী হচ্ছে যে, কেউ আর তার কথা বুঝত না।

আর সেই জন্যই সে আর কোন কথাই বলত না।

চুপ করে থাকত,
কেবল নিজের সঙ্গে কথা বলত,
কারো সঙ্গে দেখা হলে দুটো ভালমন্দ কথা, তাও বলত না।

অনুবাদ : নীহার ভট্টাচার্য্য

Der Milchmann schrieb auf einen Zettel : 'Heute keine Butter mehr, leider.' Frau Blum las den Zettel und rechnete zusammen, schüttelte den Kopf und rechnete nochmal, dann schrieb sie : 'Zwei Liter, 100 Gramm Butter, Sie hatten gestern keine Butter und berechneten sie mir gleichwohl.'

Am andern Tag schrieb der Milchmann : 'Entschuldigung.' Der Milchmann kommt morgens um vier, Frau Blum kennt ihn nicht, man sollte ihn kennen, denkt sie oft, man sollte einmal um vier aufstehen, um ihn kennenzulernen.

Frau Blum fürchtet, der Milchmann könnte ihr böse sein, der Milchmann könnte schlecht denken von ihr, ihr Topf ist verbeult.

Der Milchmann kennt den verbeulten Topf, es ist der von Frau Blum, sie nimmt meistens 2 Liter und 100 Gramm Butter : Der Milchmann kennt Frau Blum. Würde man ihn nach ihr fragen, würde er sagen : 'Frau Blum nimmt 2 Liter und 100 Gramm, sie hat einen verbeulten Topf und eine gut lesbare Schrift.' Der Milchmann macht sich keine Gedanken, Frau Blum macht keine Schulden. Und wenn es vorkommt — es kann ja vorkommen —, daß 10 Rappen zu wenig daliegen, dann schreibt er auf einen Zettel : '10 Rappen zu wenig.' Am andern Tag hat er die 10 Rappen anstandslos und auf dem Zettel steht : 'Entschuldigung.' 'Nicht der Rede wert' oder 'Keine Ursache', denkt dann der Milchmann und, würde er es auf den Zettel schreiben, dann wäre das schon ein Briefwechsel. Er schreibt es nicht.

Den Milchmann interessiert es nicht, in welchem Stock Frau Blum wohnt, der Topf steht unten an der Treppe. Er macht sich keine Gedanken, wenn er nicht dort steht. In der ersten Mannschaft spielte einmal ein Blum, den kannte der Milchmann, und der hatte abstenende Ohren. Viellicht hat Frau Blum abstehende Ohren.

দুধওয়ালা

দুধওয়ালা একটা চিরকুটে লিখল — "আজ আর মাখন নেই, দুঃখিত।" ফ্রাউ ব্লুম চিরকুটটা পড়ে হিসেব করল, মাথাটা নেড়ে আবার একবার হিসেব করল, তারপর লিখল — "দুই লিটার, ১০০ গ্রাম মাখন, গতকাল আপনার মাখন ছিল না, তবুও হিসেবে ঠিক জুড়ে দিয়েছেন।"

পরদিন দুধওয়ালা লিখল — "মাপ করবেন।" দুধওয়ালা ভোর চারটেয় আসে, ফ্রাউ ব্লুম তাকে চেনে না, তাকে চেনা উচিত, প্রায়ই ভাবে, একবার ভোর চারটের সময় ওঠা উচিত — দুধওয়ালাকে চেনবার জন্য।

ফ্রাউ ব্লুমের ভয় হয়, দুধওয়ালা হয়তো রাগ করবে, দুধওয়ালা তার সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাবতে পারে, ফ্রাউ ব্লুমের দুধের পাত্রটা টোল খাওয়া।

দুধওয়ালা টোল খাওয়া দুধের পাত্রটা চেনে, ওটা ফ্রাউ ব্লুমের, ফ্রাউ ব্লুম বেশীরভাগই ২ লিটার আর ১০০ গ্রাম মাখন নেয়। দুধওয়ালা ফ্রাউ ব্লুমকে চেনে। ফ্রাউ ব্লুমের কথা তাকে জিজ্ঞেস করলে বলবে — "উনি ২ লিটার আর ১০০ গ্রাম মাখন নেন, ওঁর দুধের পাত্রটা টোল খাওয়া আর হাতের লেখা স্পষ্ট পরিষ্কার।" দুধওয়ালার কোনও দুর্ভাবনা নেই, ফ্রাউ ব্লুম ধার রাখে না। আর যদি কখনও এমন হয় — এমন তো হতেই পারে — যে ১০টা রাপ্পে কম রয়েছে, তাহলে সে একটা চিরকুটে লিখে দেয় — "১০ রাপ্পে কম ছিল।" পরদিনই সে সেই ১০ রাপ্পে পেয়ে যায় নির্ঝঞ্ঝাটে আর একটা চিরকুটে লেখা — মাপ করবেন।" 'তার জন্য কি' কিম্বা 'ঠিক আছে', ভাবে দুধওয়ালা, আর তা যদি সে চিরকুটে লেখে তবে সেটা চিঠি লেখালেখি হয়ে যাবে। সে তা লেখে না।

ফ্রাউ ব্লুম কোন তলায় থাকে তা জানবার আগ্রহ দুধওয়ালার নেই, দুধের পাত্রটা থাকে নীচে, সিঁড়ির পাশে। পাত্রটা যদি কখনও সেখানে না থাকে তাহলেও দুধওয়ালা কিছু ভাবে না। ফুটবলের এ-ডিভিশনে একজন ব্লুম খেলত, দুধওয়ালা তাকে চিনত, তার কানদুটো খাড়া ছিল। বোধহয় ফ্রাউ ব্লুমের কানদুটোও খাড়া।

Milchmänner haben unappetitlich saubere Hände, rosig, plump und verwaschen. Frau Blum denkt daran, wenn sie seine Zettel sieht. Hoffentlich hat er die 10 Rappen gefunden. Frau Blum möchte nicht, daß der Milchmann schlecht von ihr denkt, auch möchte sie nicht, daß er mit der Nachbarin ins Gespräch käme. Aber niemand kennt den Milchmann, in unserem Quartier niemand. Bei uns kommt er morgens um vier. Der Milchmann ist einer von denen, die ihre Pflicht tun. Wer morgens um vier die Milch bringt, tut seine Pflicht, täglich, sonntags und werktags. Wahrscheinlich sind Milchmänner nicht gut bezahlt und wahrscheinlich fehlt ihnen oft Geld bei der Abrechnung. Die Milchmänner haben keine Schuld daran, daß die Milch teurer wird.

Und eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann gern kennenlernen.

Der Milchmann kennt Frau Blum, sie nimmt 2 Liter und 100 Gramm und hat einen verbeulten Topf.

দুধওয়ালাদের হাতদুটো বড্ড বেশী পরিস্কার, লালচে, খসখসে আর ফ্যাকাশে। দুধওয়ালার চিরকুট পড়বার সময় ফ্রাউ ব্লুম সে কথা ভাবে। আশাকরি লোকটা তার ১০ রাপ্পে পেয়েছে। দুধওয়ালা তার সম্বন্ধে অন্যরকম ভাববে, ফ্রাউ ব্লুম তা চায় না, আরও চায় না যে, সে প্রতিবেশীর সঙ্গে এ নিয়ে কানাকানি করে। কিন্তু কেউ চেনেনা দুধওয়ালাকে, আমাদের পাড়ার কেউ না। আমাদের পাড়ায় সে আসে ভোর চারটেয়। যারা তাদের কর্তব্য করে যায়, দুধওয়ালা তাদের একজন। সে রোজ সকালে চারটের সময় দুধ আনে, সে তার কর্তব্য করে যায়, রোজ, রবিবারও অন্য সব দিনও। হয়তো দুধওয়ালাদের রোজগার তেমন ভাল না, আর হয়তো প্রায়ই হিসেবে পয়সা কম পড়ে। দুধের দাম বাড়ার ব্যাপারে দুধওয়ালাদের কোনও দোষ নেই।

আর ফ্রাউ ব্লুমের আসলে খুব ইচ্ছে দুধওয়ালার সঙ্গে আলাপ করার।

দুধওয়ালা ফ্রাউ ব্লুমকে চেনে, ২ লিটার আর ১০০ গ্রাম নেয়, আর দুধের পাত্রটা টোল খাওয়া।

অনুবাদ :নীহার ভট্টাচার্য্য

AUTOREN

JIBANANANDA DAS (1899-1954) : Der bedeutendeste und auch der berühmteste Dichter nach Rabindranath Tagore. Vom Beruf war er Dozent. Lebte in Kalkutta. Auszeichnung : Sahitya Akademi Literatur Preis, 1955.

SHANKHA GHOSH (1932-) : Einer der besten Dichter dieser Zeit. Dozent für die bengalische Literatur von Beruf. Lebt in Kalkutta.

PREMENDRA MITRA (1905-) : Sich engagierter Schriftsteller und Dichter. Lebt in Kalkutta. Auszeichnungen : Sahitya Akademi Literatur Preis, 1957. Rabindra Puraskar, 1958.

লেখক

ব্যার্‌টোল্ট ব্রেষ্‌ট (১৮৯৮—১৯৫৬) : প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার ; কবি হিসাবেও সুপ্রসিদ্ধ। তথাকথিত শক্তি, প্রচলিত রীতি এবং বর্তমান সভ্যতার বর্বরতা এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে এ'র প্রতিবাদ।

গট্‌ফ্রীড বেন্‌ (১৮৮৬—১৯৫৬) : পেশায় চিকিৎসক, প্রকৃতপক্ষে কবি। রিল্‌কের প্রভাব থেকে জর্মন কাব্যকে মুক্তি দিয়ে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেন। এ'র এক্সপ্রেশানিজম্‌-এ বিশ্বাস প্রায় সমকালীন ব্রেষ্‌ট-এর কাব্যেও

পেটার বিখ্‌সেল, (১৯৩৫—) : সুইৎসারল্যাণ্ড। বর্তমান ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার ; তার প্রমাণ বিখ্যাত "গ্রুপ্পে '৪৭ পুরস্কার" লাভ।